জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বন্ধ মেট্রো স্টেশন

পুরো প্ল্যাটফর্ম ভাঙা হবে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশনের। নতুন করে স্টেশন তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ। কমপক্ষে এক বছরের জন্য স্টেশন বন্ধ থাকবে

কবি সুভাষ
কবি সুভাষ
কবি সুভাষ

উত্তরে সতর্কতা

আজ থেকেই হাওয়া বদলের সম্ভাবনা। দক্ষিণে কমবে বৃষ্টি। আকাশ পরিষ্কার হবে অনেকটাই। সোমবার পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টি উত্তরে। বাড়বে নদীর জলস্তর। পার্বত্য এলাকায় নামতে পারে ধস

e-paper :www.epaper.jagobangla.in /DigitalJagoBangla /jagobangladigital /jago_bangla www.jagobangla.in

রাশিয়ায় ভূমিকম্প, জাপানে সুনামিতে ১৪ ফুট উঁচু ঢেউ

মহিলা কর্মীদের নৈশ নিরাপত্তায় গাইডলাইন তৈরি করল রাজ্য

বর্ষ - ২১, সংখ্যা ৬৮ ● ৩১ জুলাই, ২০২৫ ● ১৪ শ্রাবণ ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● দাম - ৪ টাকা ● ১৬ পাতা ● Vol. 21, Issue - 68 ● JAGO BANGLA ● THURSDAY ● 31 JULY, 2025 ● 16 Pages ● Rs-4 ● RNI NO. WBBEN/2004/14087 ● KOLKATA

বিদ্বেষ থেকে রেহাই পেল না কার্গিল যুদ্ধের সেনা পরিবার

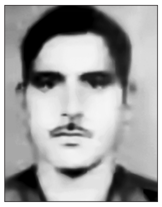

প্রতিবেদন : বিজেপির বাংলা-বিরোধিতা ও বিদ্বেষ-রাজনীতি যে কোথায় পৌঁছেছে, তা কল্পনারও বাইরে। রাজ্যে রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের উপর দমন-পীড়ন তো চালাচ্ছেই, এবার তারা রেহাই দিল না কার্গিল যুদ্ধে অংশ নেওয়া সেনা পরিবারকেও। বিজেপি-শাসিত মহারাষ্ট্রের পুণেতে কার্গিল যুদ্ধের এক প্রবীণ সৈনিকের পরিবারকেও হেনস্থার শিকার হতে হল। সেনা পরিবারের অভিযোগ, শনিবার গভীর রাতে পুলিশ-সহ ৩০ থেকে ৪০ জনের একটি দল তাঁদের বাড়িতে হামলা চালায়। তাঁদের কাছে ভারতীয় নাগরিকত্বের প্রমাণ চায়। ১৯৯৯ সালের কার্গিল যুদ্ধে যে সৈনিক বুক চিতিয়ে দেশের হয়ে যুদ্ধ করেছিল নিজের প্রাণকে তুচ্ছ করে, তাঁকেই নাগরিকত্বের প্রমাণ দিতে বলা হচ্ছে! লজ্জা! বিজেপির লজ্জা হওয়া উচিত। কার্গিল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক হাকিমুদ্দিন শেখের পরিবার অভিযোগ

(এরপর ৫ পাতায়)

হরিয়ানা: রিপোর্ট পেশ মুখ্যমন্ত্রীকে

প্রতিবেদন : বিজেপি-শাসিত হরিয়ানায় প্রবাসী বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের উপরে অকথ্য অত্যাচার করছে পুলিশ। মঙ্গলবার তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচ সদস্যের সংসদীয় প্রতিনিধি দল হরিয়ানার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে সেখানে বসবাসকারী বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেন। এরপর পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর অত্যাচারের বিবরণ-সংক্রান্ত একটি রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রী

(এরপর ১০ পাতায়)

বাংলাবিদ্বেষে দিল্লিতে মা-শিশুকে মারধর পুলিশের

মুখোশ খুলে দিল তৃণমূল

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে দিল্লির মিথ্যাচার ফাঁস মালদহের পরিবারের

প্রতিবেদন : পেটে লাথি-চড়-একরত্তি শিশুকে রক্তাক্ত করা-হুমকি দেওয়া-ঘুষ নেওয়া-ভয় দেখানো সত্ত্বেও দিল্লি পুলিশের কুকীর্তির কারনামা ফাঁস করে দিলেন সাজনুর পরভিন ও তাঁর পরিবার। এরই সঙ্গে ফাঁস হয়ে গেল বিজেপির মিথ্যাচারও। আসলে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিলেন দিল্লি পুলিশের হাতে ভয়াবহ অত্যাচারিত হওয়ার ভয়ঙ্কর ঘটনাবলী। তৃণমূলের সাহায্যে কলকাতায় এসে বুধবার সাংবাদিকদের সামনে উগরে দিলেন তাঁদের ক্ষোভ। শুনিয়েছেন কীভাবে রাতের অন্ধকারে তাঁদের জোর করে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করা হয়েছে। ছাড় পায়নি একরত্তি শিশুও। বলা হয়েছে বাংলার মানুষ মানেই বাংলাদেশি! মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বাংলাদেশি বলতে ছাড়েনি দিল্লি পুলিশের নাম-করে আসা গুন্ডারা। বললেন এই ভয়াবহ তথ্যও। সাজনুর যখন এই ভয়াবহ অত্যাচারের বর্ণনা দিচ্ছেন তখনও তাঁর চোখে-মুখে আতঙ্ক স্পষ্ট। দিল্লি পুলিশের এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে এদিন প্রগতি ময়দান থানায় এফআইআর

(এরপর ১০ পাতায়)

INDIA TRINAMOOL CONGRESS

দিল্লি পুলিশের হাতে নিগৃহীত মা ও শিশু-সহ মালদহের পরিবারকে নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস।

অত্যাচারের সাতকাহন

- রাতে জোর করে গাড়িতে তুলে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে অত্যাচার
- সাজনুরকে এলোপাথাড়ি লাথি-চড়
- জয় শ্রীরাম বলতে প্রবল চাপ
- কোলের শিশুকে মারধরে কান ফেটে রক্ত বেরোতে থাকে
- ২৫ হাজার টাকা ঘুষ চাওয়া হয়। নইলে আটকে রাখার হুমকি
- পুলিশ বলতে থাকে, বাংলায় কথা বলছে মানেই বাংলাদেশি
- বাংলায় চলে যাও, হুঁশিয়ারি

এসআইআর হল সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং অভিষেক

প্রতিবেদন : দু'কোটি দূরে থাক, বাংলার ভোটার তালিকা থেকে দু'জন ভোটারের নাম বাদ দিয়ে দেখাক নির্বাচন কমিশন—দিল্লিতে সংসদ ভবনে দাঁড়িয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন তাঁকে সাংবাদিকদের প্রশ্ন ছিল, দিল্লিতে ঘেরাও হবে? উত্তরে অভিষেক জানান, ঠিক সময়ে হবে। একশো দিনের টাকা নিয়েও হয়েছে। আর বাংলার ওপর অপমান করলেও হবে।

নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-কে সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং বলেও তোপ দাগেন তিনি। এই প্রসঙ্গেই বুধবার অভিষেক বলেন, এসআইআরের নামে নির্বাচন কমিশন দেশের নাগরিকদেরও নাম বাদ দিচ্ছে। কুকুর, ট্রাক্টরের নামে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ইস্যু করা হচ্ছে। মানুষ ভোট দিতে পারবে না। যারা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে সরকারকে প্রশ্নের মুখে ফেলে, সরকার তাদের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। বিহারের মানুষ এর জবাব দেবে। সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলছে। বাংলায় এরা চেষ্টা করবে। অনেক লাফাবে। লাভ হবে না। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতি বাংলার মানুষের আস্থা, ভরসা, ভালবাসা আছে।

(এরপর ৫ পাতায়)

জয়ের সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে তৃণমূলের জয়ী সদস্যরা। বুধবার।

বিরোধীরা নিশ্চিহ্ন, সমবায় ভোটে সন্দেশখালিতে জয়

প্রতিবেদন : জনসাধারণ যে মা-মাটি-মানুষের সঙ্গেই আছেন সেই প্রমাণ মিলছে বারংবার। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সন্দেশখালিতে সমবায় নির্বাচনে ৯টি আসনেই জয়লাভ করল তৃণমূল কংগ্রেস। ৯টির মধ্যে একটি আসনেও বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি। বুধবার নির্বাচন ছিল উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার সন্দেশখালি দু'নম্বর ব্লকের খুলনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর হাটগাছি সমবায়ে। এই সমবায়ের ৯টি আসনে একটিতেও বিজেপি-সহ বাম ও কংগ্রেস কেউই কোনও প্রার্থী দিতে পারেনি। ফলে নিরঙ্কুশ জয় হয়েছে তৃণমূলের। শুধু এই জেলা কেন, রাজ্যের সব ক'টি জেলাতেই সমবায়ে বিপুল জয়লাভ করছে তৃণমূল। গোহারা হারছে বিজেপি-সিপিএম।

দিনের কবিতা

'জাগোবাংলা'য় শুরু হয়েছে নতুন সিরিজ—'দিনের কবিতা'। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতাবিতান থেকে একেকদিন এক-একটি কবিতা নির্বাচন করে ছাপা হবে দিনের কবিতা। সমকালীন দিনে যার জন্ম, চিরদিনের জন্য যার যাত্রা, তা-ই আমাদের দিনের কবিতা।

ঝুমুর

শীলাবতীর হড়পা বান
আর পরানে ঝুমুর গান
মন মাতালা জগ ফুলা
উথাল পাথাল টান।

আজ মুখ্যমন্ত্রী পুজো-বৈঠকে

প্রতিবেদন : আজ, বৃহস্পতিবার পুজো-বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিকেল ৫টায় নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কলকাতা-সহ জেলার পুজো কমিটিগুলি উপস্থিত থাকবে এই বৈঠকে। উপস্থিত থাকবেন পুলিশ ও দমকলের উচ্চপদস্থ কর্তারাও। থাকবেন বেশ কয়েকজন মন্ত্রীও। এছাড়াও থাকবেন ধর্মগুরুরা। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিবছরই পুজো কমিটিগুলির পাশে থাকেন। রাজ্য সরকারের তরফে তাদের অনুদানও দেওয়া হয়।

৬ অগাস্ট ঝাড়গ্রামে ভাষা-মিছিলে নেত্রী

প্রতিবেদন : বীরভূমের পর এবার ঝাড়গ্রামে বাংলা ভাষা ও বাঙালি-বিদ্বেষের প্রতিবাদে মিছিল করবেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৬ অগাস্ট ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ির মোড় থেকে সার্কাস ময়দান পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে এই মিছিলে হাঁটবেন জঙ্গলমহল তথা পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিভিন্ন সম্প্রদায়, সামাজিক সংগঠন ও সমাজের বিভিন্নস্তরের বিশিষ্টরা। জঙ্গলমহলে মুখ্যমন্ত্রীর সফরে পরবর্তী ভাষা আন্দোলনের পাশাপাশি বিশ্ব আদিবাসী দিবস-সহ একগুচ্ছ কর্মসূচির প্রস্তুতি নিয়ে বুধবার কলকাতায় বিধানসভা ভবনে বৈঠক করেন পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

(এরপর ৫ পাতায়)

নানা রকম

তারিখ অভিধান

১৮৮০

মুন্সি প্রেমচাঁদ

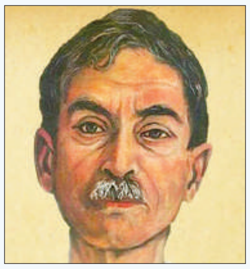

(১৮৮০-১৯৩৬) এদিন জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দি ভাষার এই বিশিষ্ট সাহিত্যিকের আসল নাম ধনপত রাই শ্রীবাস্তব। প্রেমচাঁদের সাড়া জাগান উপন্যাসগুলোর মধ্যে রয়েছে 'গোদান', 'কর্মভূমি', 'ইদগাহ' প্রভৃতি। উপন্যাসের পাশাপাশি হিন্দি ছোটগল্পেরও তিনি ছিলেন রূপদক্ষ স্রষ্টা।

১৯৬৪

রেঞ্জার ৭ অভিযান সফল হল।

এর আগে নাসার ছটি চন্দ্র অভিযান সাফল্য পায়নি। এদিন লক্ষ্যে পৌঁছনোর ১৫ মিনিটের মধ্যে রেঞ্জার ৪৩০৮টি ছবি পাঠায়। এগুলো থেকে চাঁদের মাটির বিষয়ে ধারণা স্পষ্ট হয়। চাঁদে মানুষ পাঠানোর ভাবনাচিন্তা দিশা পায়।

১৯৮০ **মহম্মদ রফি**

(১৯২৪-১৯৮০) এদিন প্রয়াত হন। আসল নাম ছিল কোতিয়া সুলতান সিং। কাওয়ালি থেকে ভজন, গজল থেকে শাস্ত্রীয় সংগীত, সুরের বলয়ে প্রতিটি ক্ষেত্র সাক্ষী থেকেছে তাঁর অনবদ্য প্রতিভার। ভারত সরকার দিয়েছেন 'পদ্মশ্রী'। পেয়েছেন 'সহস্রাব্দের শ্রেষ্ঠ গায়কে'র সম্মান। তাঁর গাওয়া 'মধুবনমে রাধিকা', 'খোওয়া খোওয়া চাঁদ' , 'আভি না যাও ছোড়কর', 'চুরা লিয়া হ্যায় তুমনে জো দিল কো' প্রভৃতি গান আজও মন ছুঁয়ে যায়।

১৯৪০

উধম সিং

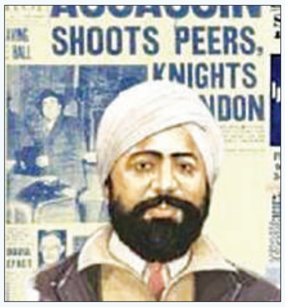

(১৮৯৯-১৯৪০) এদিন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছিলেন। পেন্তভিল কারাগারে এদিন তাঁর ফাঁসি হয়। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে— জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রায় ২১ বছর পরে— লন্ডনের এক সভাকক্ষে তিনি জালিয়ানওয়ালাবাগে গণহত্যার জন্য দায়ী মাইকেল ও'ডায়ার-কে গুলি করে হত্যা করেন।

১৬৫৮ **আওরঙ্গজেব**

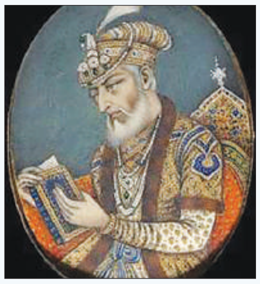

(১৬১৮-১৭০৭) এদিন ঘোষণা করেন যে তিনিই মুঘল সাম্রাজ্যের বাদশা। অভিষেক অনুষ্ঠানটি অবশ্য হয়েছিল পরের বছর জুন মাসে। পরবর্তী ৪৯ বছর তিনিই ছিলেন ভারতীয় উপমহাদেশের অধীশ্বর। 'আলমগীর' (বিশ্বজয়ী) উপাধি গ্রহণ করেন।

২০১২

মাইকেল ফেলেপ্স এদিন অলিম্পিকের সাঁতারে ১৯তম পদক জিতে রেকর্ড করেন। এর আগে লারিসা ল্যাটিনিনা এই রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। আমেরিকার ফেলেপ্স অলিম্পিকে মোট ২৮টি সোনা জিতেছেন। এখনও এই রেকর্ড কেউ ভাঙতে পারেনি।

১৯৪৮

পশিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের প্রতিষ্ঠা দিবস।

রাজ্য সরকারের অধীনে এটিই ভারতের প্রথম পরিবহণ নিগম। ছটি রুটে ২৫টি বাস নিয়ে এদিন এর যাত্রা শুরু হয়।

২০১৪ **নবারুণ ভট্টাচার্য**

(১৯৪৮-২০১৪) এদিন মারা যান। সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার ও বঙ্কিম পুরস্কারপ্রাপ্ত সাহিত্যিক। হারবার্ট, কাঙ্গাল মালসাট ইত্যাদি তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস। তিনি লেখিকা মহাশ্বেতা দেবী এবং নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের পুত্র।

১৯৯৫ **ভারতে মোবাইল ফোন প্রথম চালু হল।**

কলকাতার মহাকরণে বসে মোবাইল ফোনে কথা বলেন পশ্চিমবঙ্গের তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু কেন্দ্রের যোগাযোগ মন্ত্রী সুখরামের সঙ্গে।

পার্টির কর্মসূচি

মহিষাদল ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস এর নির্দেশে
বতকুণ্ডু অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস
এর আয়োজনে
বর্ধিত
কর্মীসভা

পূর্ব মেদিনীপুরের মহিষাদলে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে বর্ধিত কর্মিসভায় বক্তব্য পেশ বিধায়ক তিলক চক্রবর্তীর।

- বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলা ভাষার অবমাননা ও বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা। আয়োজনে ৩৭ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সোমা চৌধুরী ও ৩৭ নং ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস কমিটি। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রিয়াল চৌধুরি-সহ স্থানীয় নেতৃত্ব।

প্রতিবাদ সভা
SPORTS

- তৃণমূল কংগ্রেস পরিবারের সহকর্মীদের প্রতি : আপনার এলাকায় কোনও কর্মসূচি থাকলে তা আগাম জানান। এবং কর্মসূচি পালনের পর ছবি-সহ প্রতিবেদন পাঠান।

……

ই মেল : jagabangla@gmail.com
editorial@jagobangla.in

শব্দবাংলা-১৪৫৯

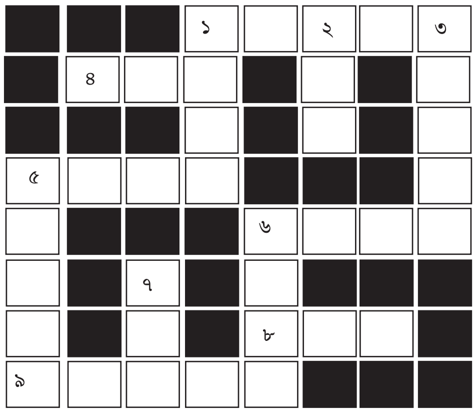

পাশাপাশি : ১. আরামকেদারা ৪. সন্দেহ, সংশয় ৫. বিখ্যাত ও প্রতিপত্তিশালী ৬. মৃতের আত্মার তৃপ্তির জন্য হিন্দু অনুষ্ঠানবিশেষ ৮. সাফল্যদায়ক ৯. লতা দিয়ে সুন্দরভাবে সাজানো।

উপর-নিচ : ১. শিক্ষাকেন্দ্র, বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র ২. জ্ঞাত, জানা গেছে এমন ৩. যুদ্ধবিদ্যা ৫. গোলগাল শিশু ৬. অলস, নিরুদ্যম ৭. অভ্যাস।

■ **শুভজ্যোতি রায়**

সমাধান ১৪৫৮ : পাশাপাশি : ২. চিন্তিত ৪. ভবেশ ৬. ঘর ৭. বরতরফ ৮. সাকার ১০. উমান ১২. ছলকপট ১৩. হল্লা ১৪. জঠর ১৬. ইগল। **উপর-নিচ :** ১. রবে ২. চিহ্নতনামা ৩. তরফ ৪. ভরসা ৫. শবর ৯. কালকবল ১০. উটজ ১১. নহর ১২. ছউই ১৫. ঠক।

৩০ জুলাই কলকাতায় সোনা-রুপোর বাজার দর

পাকা সোনা (২৪ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯২৫০
গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৯৭৫০
হলমার্ক গহনা সোনা (২২ ক্যারেট, ১০ গ্রাম),	৯৪৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি),	১১৪২৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি),	১১৪৩৫০

সূত্র : ওয়েস্ট বেঙ্গল বুলিয়ন মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশন। দর টাকায় (জিএসটি),

মুদ্রার দর (টাকায়)

মুদ্রা	ক্রয়	বিক্রয়
ডলার	৮৮.০২	৮৬.৯২
ইউরো	১০২.০৮	১০০.৪৬
পাউন্ড	১১৮.২৪	১১৬.৪৭

নজরকাড়া ইনস্টা

■ অমিতাভ বচ্চন

■ গৌরব চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদক : শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
● সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা ৭০০ ১০০ থেকে প্রকাশিত ও প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭২ থেকে মুদ্রিত।
সিটি অফিস : ২৩৪/৩এ, এজেসি বোস রোড, পঞ্চম তল, কলকাতা ৭০০ ০২০

Editor : SOBHANDEB CHATTOPADHYAY
Owned by ALL INDIA TRINAMOOL CONGRESS, Published by Derek O'Brien from Trinamool Bhavan, 36G Topsia Road, Kolkata 700 100 and Printed by the same from Pratidin Prakashani Pvt. Ltd.,
20 Prafulla Sarkar Street, Kolkata 700 072
Regd. No. WBBEN/2004/14087
● Postal No. Kol RMS/352/2012-2014 DL. No. 15 dt 19/7/21
City Office : 234/3A, A. J. C Bose Road, 4Th Floor, Kolkata 700 020

আজ দুপুর দুটোয় রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের ফল প্রকাশ। সাংবাদিক বৈঠকে ফল প্রকাশ করবেন বোর্ডের চেয়ারপার্সন সোনালি চক্রবর্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

মহিলা কর্মীদের নৈশ নিরাপত্তায় গাইডলাইন তৈরি করে দিল রাজ্য

প্রতিবেদন : নাইট শিফটে কর্মরত মহিলাদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট গাইডলাইন তৈরি করে দিল রাজ্য সরকার। ইতিমধ্যে রাজ্য স্বরাষ্ট্র দফতর একটি খসড়া প্রস্তাব তৈরি করেছে, যেখানে মহিলাদের রাত্রিকালীন শিফটে নিয়োগ সংক্রান্ত একাধিক নিয়মবিধি চিহ্নিত করা হয়েছে। আরজি করের ঘটনার পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মহিলাদের নৈশ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কড়া বার্তা দিয়েছিলেন। তাঁর সেই বার্তার পরেই রাজ্য প্রশাসন রাতে মহিলা কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নির্দিষ্ট গাইডলাইনের খসড়া তৈরি করে।

নবান্ন সূত্রে জানানো হয়েছে, সরকারি-বেসরকারি সব সংস্থার ক্ষেত্রেই এই গাইডলাইন কার্যকর হবে। গাইডলাইনে উল্লেখ করা হয়েছে, কোনও মহিলাকে রাতে কাজ করতে বাধ্য করা যাবে না। তাঁকে যদি নাইট শিফটে রাখতে হয়, তবে সংস্থাকে তাঁর লিখিত অনুমতি নিতে হবে। শুধুমাত্র স্বেচ্ছায় ডিউটিতে রাজি হলে তবেই তাঁকে রাতে কাজে নিয়োগ করা যাবে।

একইসঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, পুলিশ-সহ বিভিন্ন দফতর বা সংস্থার কাছে কিছু নির্দিষ্ট বিষয়ে মতামতও চাওয়া হয়েছে, যাঁদের পরিকাঠামোয় মহিলাদের রাতে কাজ করতেই হয়। খসড়া প্রস্তাবে মোট ২২টি মূল পয়েন্ট রাখা হয়েছে। রাত ৮টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত 'নাইট শিফট'-এ যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের জন্য সুনির্দিষ্ট সুরক্ষা ব্যবস্থা রাখতে হবে। অফিসে যাতায়াতের গাড়ি সংস্থাকে দিতে হবে, যা জিপিএস ট্র্যাকিংয়ের আওতায় থাকবে। গাড়িতে প্রশিক্ষিত মহিলা নিরাপত্তারক্ষী রাখা বাধ্যতামূলক। গাড়িতে থাকবে এমার্জেন্সি অ্যালার্ট সিস্টেম। অফিস চত্বরে সিসিটিভি বসাতে হবে এন্ট্রি ও এক্সিট গেটে, করিডরে এবং অন্য গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। অফিসে বিশ্রাম নেওয়ার ঘর, ক্যান্টিন, অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা রাখতে হবে। অফিসে অভ্যন্তরীণ অভিযোগ গ্রহণ কমিটি রাখতে হবে। যৌন হেনস্থার মতো ঘটনা ঘটলে 'জিরো টলারেন্স' নীতির ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া প্রত্যেক অফিসেই থাকতে হবে 'ইন্টারনাল সেফটি রিভিউ কমিটি'। তিনমাস অন্তর বৈঠকে বসে সুরক্ষা ব্যবস্থা খতিয়ে দেখবেন। সেফটি পলিসি স্থানীয় ভাষায় বোঝাতে হবে কর্মীদের। অফিস চত্বরে ঝুলিয়ে রাখতে হবে জরুরি নম্বর। নিয়ম ভাঙলে সংস্থাকে শ্রম আইনের ভিত্তিতে জরিমানা করা হবে, ছাড়পত্রও বাতিল করা হবে।

৩ সেপ্টেম্বর করম পুজো ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য

প্রতিবেদন : রাজ্য সরকারি এবং সরকারি পোষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের জন্য সুখবর। সেপ্টেম্বরে আরও একটি ছুটির দিনের ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। ওই দিন করম পুজো উপলক্ষে ছুটি ঘোষণা করল নবান্ন। যদিও আগেই সরকারিভাবে করম পুজোর ছুটির ঘোষণা করা হয়েছিল। কিন্তু বুধবার পাকাপাকি ভাবে রাজ্যের অর্থ দফতর নোটিশ দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে যে, ৩ সেপ্টেম্বর ছুটি পাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা। অর্থাৎ ওইদিন সমস্ত সরকারি অফিস, প্রতিষ্ঠান, পুরসভা এবং সরকার পোষিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলিতে ছুটি থাকবে। মূলত, আদিবাসী সম্প্রদায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান করম পুজো বা করম পরব। ভাল ফসলের কামনা করে আদিবাসীরা এই উৎসব পালন করেন। ২০২৩ সাল থেকেই এ দিনটিকে পূর্ণাঙ্গ ছুটি ঘোষণা করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। এ-বছরও তার ব্যতিক্রম হল না। ৩ সেপ্টেম্বর ছুটি থাকবে চা-বাগানের আদিবাসী সম্প্রদায়ের সমস্ত কর্মীদেরও। তবে কলকাতার রেজিস্ট্রার অফ অ্যাসিউরেন্স এবং কালেক্টর অফ স্ট্যাম্প রেভিনিউ-এর অফিস খোলা থাকবে। এমনিতেও পুজোর মাসে অনেক কেনাকাটার পর্ব থাকে। তাই পরিবারের সঙ্গে আরও একটি কেনাকাটার সুযোগ পেয়ে যাবেন রাজ্য সরকারি কর্মচারীরা।

৭ অগাস্ট প্রকাশ হবে স্নাতকের মেধাতালিকা

প্রতিবেদন : উচ্চশিক্ষা বিভাগের সেন্ট্রালাইজড অনলাইন পোর্টালের প্রথম পর্যায়ে আবেদন করার শেষ দিন ছিল ৩০ জুলাই। প্রথম পর্যায়ের মেধাতালিকা প্রকাশ করা হবে ৭ অগাস্ট। বুধবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে এমনটাই জানিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তবে পয়লা অগাস্ট পর্যন্ত স্নাতক স্তরের অনলাইন পোর্টালে নিজেদের জাতিগত শংসাপত্র আপলোড করতে পারবে পড়ুয়ারা। একই সঙ্গে এই দু'দিন তাদের আরও বাড়তি সময় মিলবে নিজের পছন্দমতো বিষয় পরিবর্তন করার। এই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের কোনও অসুবিধা হলে তাঁরা 'চ্যাটবট' বীণা এবং উচ্চশিক্ষা দফতরের দেওয়া কল সেন্টারের মাধ্যমে সাহায্য নিতে পারবে বলেও জানা গিয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, বুধবার সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত ৩,৫৯,১১৪ জন ছাত্রছাত্রী নিজেদের নাম নথিভুক্ত করেছে। আবেদন জমা পড়েছে ২০,৬৯,৭৬০টি। মোট রেজিস্টার্ড ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভিন রাজ্যের বাসিন্দা রয়েছেন ৪,৩১১ জন। চ্যাটবট বীণা উত্তর দিয়েছে, ৫২,৫২৫টি প্রশ্নের।

দক্ষিণে আরও কমবে বৃষ্টি

প্রতিবেদন : ঘূর্ণাবর্ত, নিম্নচাপ অক্ষরেখা এবং মৌসুমী অক্ষরেখা, এই ত্রিফলায় প্রচুর জলীয় বাষ্প ঢুকছে রাজ্যে। আর তার জেরেই লাগাতার বৃষ্টি। তবে বৃহস্পতিবার থেকেই হাওয়া বদলের সম্ভাবনা। পরিষ্কার হবে আকাশ। দু-এক জায়গায় দু-এক পশলা হালকা বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা। তবে আপাতত বিক্ষিপ্তভাবে ভারী বৃষ্টি চলবে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে। শনিবার থেকে সোমবার পর্যন্ত প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কা উত্তরবঙ্গে। বাড়বে নদীর জলস্তর। পার্বত্য এলাকায় নামতে পারে ধস। আজ আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, দক্ষিণ দিনাজপুরের ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। বাকি সব জেলাতেই বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি। শনিবার থেকে সোমবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এই ওপরের দিকে জেলাগুলিতে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, ভারী বৃষ্টির কারণে নদীর জলস্তর বাড়বে। তিস্তা, তোর্সা, জলঢাকা নদীতে জলস্তর বাড়বে। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের পার্বত্য এলাকায় ধস নামার আশঙ্কা।

৮ আগস্ট ভার্চুয়াল বৈঠক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রতিবেদন: আগামী ৮ অগাস্ট ফের ভার্চুয়াল বৈঠক করতে চলেছেন তৃণমুলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই দিন বিকেল ৪টের বৈঠকে দলের সব নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি তথা সাংসদ, বিধায়ক, কর্পোরেশনের মেয়র, ডেপুটি মেয়র, চেয়ারপার্সন, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান, সব জেলা পরিষদের সদস্য, পঞ্চয়েত সমিতির সভাপতিদের উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এছাড়াও সাংগঠনিক স্তরে মাদার ও সব ফ্রন্টাল-এর রাজ্য সভাপতি, মাদারের রাজ্য কমিটি, জেলা সভাপতি (মাদার ও ফ্রন্টাল), জেলার চেয়ারম্যান (মাদার), কলকাতা পুরসভার সব কাউন্সিলর এবং কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ড সভাপতিদেরও ভার্চুয়াল বৈঠকে থাকতে নির্দেশে গিয়েছে। কয়েকমাস আগেই ভার্চুয়াল বৈঠক করে রাজ্যজুড়ে দলীয় নেতৃত্বকে একগুচ্ছ কর্মসূচি দিয়েছিলেন অভিষেক। তবে বর্তমান আবহে আগামী ৮ অগাস্টের বৈঠক নিঃসন্দেহে আরও গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

ট্যাবের টাকা নিয়ে আরও সতর্ক রাজ্য, নয়া নিয়ম শিক্ষা দফতরের

প্রতিবেদন: একাদশ শ্রেণিতে রাজ্য সরকারের দেওয়া তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পের টাকা নিয়ে যাতে আর নয়-ছয় না হয় সে-বিষয়ে আরও সতর্ক হল স্কুল শিক্ষা দফতর। ইতিমধ্যেই এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে টাকা পাঠানোর পর কীভাবে তা পড়ুয়াদের অ্যাকাউন্টে ঢুকবে তা নিয়ে নির্দেশিকা দিয়েছে স্কুল শিক্ষা দফতর। বলা হয়েছে, প্রধান শিক্ষক ট্যাবের টাকার জন্য যতজন পড়ুয়ার নাম পোর্টালে নথিভুক্ত করবেন সেই সমস্ত পড়ুয়ার ফোনে আলাদা করে ওটিপি যাবে। মুচলেকা হিসেবে প্রত্যেকটি পড়ুয়াকে দুটি করে ফর্ম ফিল আপ করতে হবে। তারমধ্যে একটিতে নিজের যাবতীয় প্রয়োজনীয় নথি, যেমন আধার কার্ড নম্বর, ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট নাম্বার থাকবে। তেমন অপরটিতে লিখিত আকারে জানাতে হবে তারা এই টাকা ট্যাব বা মোবাইল কেনা ছাড়া অন্য কোনও খাতে ব্যবহার করবে না। এরপর পড়ুয়াদের ফোনে একটি লিঙ্ক আসবে, সেখানে ফর্মে দেওয়া আধার কার্ড নম্বর এবং অ্যাকাউন্ট নম্বর মিলিয়ে দেখার সুযোগ থাকবে। এর পরে পড়ুয়াদের ফোনে ওটিপি আসবে। ওটিপি দিয়ে পুরো বিষয়টি যাচাইয়ের পর দফতরের তরফ থেকে একটি ডিজিটাল সার্টিফিকেট ও পাঠানো হবে। এবছর শিক্ষকদের ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দেওয়ার পাশাপাশি তাদের ফোনে ওটিপি আসবে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পড়ুয়ারা ব্যাঙ্কের কোনও শাখাতেই তাদের অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবে না।

পিলারে ফাটল, ভাঙা হবে কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন

প্রতিবেদন : পনেরো বছর আগে তৈরি হয়েছিল কবি সুভাষ মেট্রো স্টেশন। পিলারে ফাটল দেখা যাওয়ায় অনির্দিষ্টকালের জন্য মেট্রো স্টেশনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। মেট্রো কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছে, পুরোপুরি ভেঙে ফেলা হবে এই স্টেশন। ইতিমধ্যেই এই বিষয়ে টেন্ডারও ডাকা হয়েছে। যাত্রী নিরাপত্তায় আপাতত ব্লু লাইনে মেট্রো চলবে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত। শহিদ ক্ষুদিরাম থেকেই ছাড়বে মেট্রো।

কলকাতা মেট্রোর তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রী-নিরাপত্তার কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আপ প্ল্যাটফর্মে একাধিক পিলারে ফাটল দেখা দিয়েছে। এর পরীক্ষা এবং মেরামতির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্টেশনটি যাত্রীদের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। এর জেরে কবি সুভাষ থেকে যাতায়াতকারী যাত্রীরা সমস্যায় পড়বেন। তাঁদের শহিদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে যাতায়াত করতে হবে। ৯ মাসের মধ্যে এই কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে।

রঙের কারখানায় মেশিন ফেটে মৃত্যু হল ১ শ্রমিকের

সংবাদদাতা, হাওড়া : রঙের কারখানার মেশিন ফেটে মৃত্যু এক শ্রমিকের। জখম আরও এক শ্রমিক। বুধবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটে মালিপাঁচঘড়া থানার গজানন বস্তিতে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ তিনজন শ্রমিক যখন কারখানায় কাজ করছিলেন সেই সময় হঠাৎই বিকট শব্দে মেশিন ফেটে যায়। তীব্র আওয়াজে চারদিকে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। চারপাশ থেকে লোকজন ছুটে আসে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় শিমুল বিশ্বাস(৩৫) নামে এক শ্রমিকের। তাঁর বাড়ি নদিয়ার রানাঘাটে। আরও একজন শ্রমিক আহত হন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ, বিপর্যয় মোকাবিলা দফতর এবং দমকল কর্মীরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানিয়েছে, ওই কারখানায় কাপড় রং করা হত। কাপড় রং করার পর শুকানোর জন্য ড্রাইং মেশিনে দেওয়া হলে সেটি হঠাৎ ফেটে যায়। এতেই বিপত্তি ঘটে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মালিপাঁচঘড়া থানার পুলিশ। আহত শ্রমিককে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ইলেকট্রিক্যাল শর্ট সার্কিট থেকে মেশিনে বিপর্যয় ঘটে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে।

সম্পাদকীয়

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মিথ্যাচার ফাঁস

মুখোশ খুলে দিল তৃণমূল। বিজেপি রাজ্য দিল্লিতে বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের ভিডিও প্রকাশ করেছিলেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী। সেই ভিডিওতে মা ও তাঁর সন্তানকে দেখানো হয়েছে। ছেলেকে এমন প্রহার করা হয়েছে যে কান ফেটে রক্ত বেরিয়েছে। মায়ের চোয়ালে-ঘাড়ে এমনকী গোপনীয় স্থানেও পুলিশ বেদম অত্যাচার করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ভিডিওটি প্রকাশ করার পর দিল্লি পুলিশ মিথ্যাচারের নাটক শুরু করে। বলে, এ-ধরনের ঘটনা নাকি ঘটেইনি। বাংলার গদ্দার তাতে উৎসাহিত হয়ে কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো নানা মন্তব্য করে বসে। কিন্তু দিল্লির মিথ্যাচার আর বাংলা বিরোধী গদ্দারদের মুখে কষিয়ে থাপ্পড় দিলেন দিল্লিবাসী। আক্রান্ত মোক্তার খান ও তাঁর স্ত্রী সাজনুর বুধবার কলকাতায় বসে দিল্লির মিথ্যাচার প্রকাশ করলেন। বললেন, দিল্লির পাঞ্জাবনগর, শ্রীরামচক এলাকায় তাঁরা ২৫ বছর ধরে রয়েছেন। সেখানেই হঠাৎ হাজির হয় ৪ ব্যক্তি। পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হয়। আধার কার্ড দেখানো সত্ত্বেও বাংলাদেশি তকমা দেওয়া হয়। মোক্তার বাইরে ছিলেন। হুমকি দিয়ে চলে যায়। পরে ফের আরও চারজন আসে। এরপর সাজনুর আর তাঁর দেড় বছরের শিশুকে জোর করে অন্য জায়গায় নিয়ে যায় এবং ব্যাপক মারধর শুরু করে। জয় শ্রীরাম বলতে অস্বীকার করায় পেটে লাথি, ছিনিয়ে নেওয়া হয় সন্তানকে। শিশুর কানে এমন মারা হয় যে রক্ত পড়ে। দাবি করা হয় ২৫ হাজার টাকা। সেই টাকা দেওয়ার পরেই ছাড়া পান তাঁরা। এরপর দিল্লি পুলিশ আটক করে, শুরু হয় পুলিশি অত্যাচার। নানা ধরনের কাগজে সই করানো হয়। বলা হয় তাঁরা বাংলাদেশি। এই যে মিথ্যাচার চালিয়ে যাওয়া হল, কী জবাব দেবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। ভারতবর্ষকে কলুষিত করছে বিজেপি। ছাব্বিশের ভোটে বাংলার মানুষ জবাব দেবেন।

e-mail থেকে চিঠি

মিথ্যে বলছে বিজেপি, প্রমাণিত

মিথ্যের পর্দা ফাঁস। সত্যি কে বলছে, সেটা প্রমাণিত। মিথ্যেবাদী কে, সেটাও। সাজনুর পরভিনকে দিল্লি পুলিশের লোকজন 'জয় শ্রীরাম' বলতে বলেছিল। তিনি ধর্মে মুসলিম হওয়ায় তা বলতে অস্বীকার করেন। তার পর তাঁর থেকে ২৫ হাজার টাকা চাওয়া হয়। তাঁকে এবং তাঁর শিশুসন্তানকে মারধর করা হয়েছে। এই বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক পরিবারের উপর দিল্লি পুলিশের অত্যাচারের অভিযোগ তুলেছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাল্টা দিল্লি পুলিশ মমতার বক্তব্যকে খণ্ডাতে ময়দানে নেমেছিল। বুধবার মালদহের সেই 'নির্যাতিত' পরিবার সব ফাঁস করে দিল। দিল্লি পুলিশ বলেছিল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেখানো ভিডিয়ো 'ভুয়ো'। মালদহের চাঁচলের স্থানীয় এক নেতার কথায় পাণ্ডবনগরে বসবাসকারী পরিবার ওই ভিডিয়ো তৈরি করেছে। সাজনুর জানিয়েছেন, ওই ভিডিয়ো আদৌ সাজানো নয়। তিনি বলছেন, দিল্লি পুলিশ যে সিসিটিভি ফুটেজ দেখাচ্ছে, তা আংশিক। যেখানে তাঁকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানকার কোনও ফুটেজ নেই। বাংলা মাতৃভাষা হওয়ায় দিল্লি পুলিশ একরত্তিকেও বাদ দেয়নি। তাকেও আঘাত করা হয়েছে। একদিন চার জন তাঁর বাড়িতে আসেন। নিজেদের 'পুলিশ' বলে পরিচয় দিয়ে আধার কার্ড দেখতে চান তাঁরা। খোঁজ করেন তাঁর স্বামী মোক্তার খানের। আধার কার্ড দেখানো সত্ত্বেও ওই চার জন সাজনুরকে 'বাংলাদেশি' বলে দেগে দেন। তাঁরা যাতে এলাকা না ছাড়েন, সেই নির্দেশও দেওয়া হয়। পরের দিন ফের চার জন আসেন তাঁর বাড়িতে। সেই সময় তাঁদের সঙ্গে ছিলেন দুই মহিলাও। তাঁরাই সাজনু ও তাঁর সন্তানকে কোনও এক জায়গায় নিয়ে যান। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদ করার পরেই নির্যাতিত পরিবারের মুখ বন্ধ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। যে জায়গায় বাচ্চাটিকে ও তার মাকে মারধর করা হয়েছিল, সেই ভিডিয়ো প্রকাশ করা হয়নি। উল্টে পরিবারকে আটকে রেখে ব্ল্যাকমেল করে টাকা আদায় করা হয়েছে। বলা হয়েছে, বাংলা মানেই বাংলাদেশি। তাঁরা বলেছেন তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের মালদহের বাসিন্দা, তাও রেহাই পাননি। এরকমই চলছে দেশটা এই আমলে। এটা এবার বন্ধ হওয়া দরকার।

—অরিন্দম আশ, কাঁকুড়গাছি, কলকাতা

■ চিঠি এবং উত্তর-সম্পাদকীয় আপনিও পাঠাতে পারেন :
jagabangla@gmail.com / editorial@jagobangla.in

বিরাট চক্রান্ত, তাই বাঙালি আক্রান্ত

বাঙালিকে সংখ্যালঘু বানিয়ে রাখার পরিকল্পনা ছিল ইংরেজদের। তারা বিতাড়িত হওয়ার পর এখন সেই ভূমিকা দিল্লির বর্তমান শাসকদের! লিখছেন **দেবু পণ্ডিত**

বাঙালিকে সংখ্যালঘু বানিয়ে রাখার পরিকল্পনাটা নতুন নয়, অনেক দিনের। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে সেই পরিকল্পনা চলছে।

চলবে নাই বা কেন?

বঙ্গদেশে কোনও সাভারকর ছিলেন না। ছিলেন ক্ষুদিরাম, ছিলেন সুভাষচন্দ্র। বাংলায় কোনও ডক্টরজি, কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার, জন্ম নেননি। এই বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়।

তাই বাঙালির বিরুদ্ধে ব্রিটিশ রাজশক্তি ছিল মহাখাপ্পা। গোড়া থেকেই। এম এস গোলওয়াকারের জন্মস্থল পশ্চিমবঙ্গ নয়। এখানে জন্মেছেন '৪২-এর মাতঙ্গিনী হাজরা, আজকের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই বাংলা সতত দিল্লির বিদেশি শাসকদের চক্ষুশূল ছিল।

সেই ট্র্যাডিশন আজও চলছে।

দেশ যখন ভাগ হল, দেখা গেল, পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যালঘু মুসলিমরা, হিন্দুরা সংখ্যালঘু পাকিস্তানে। আর বাংলাভাষী বা বাঙালি জাতিকে নানাভাবে সর্বত্র 'সংখ্যালঘু'। এটা করে দিতে পেরেছিল ইংরেজ, এটাই তাদের সবচেয়ে বড় 'সাফল্য'! এটা সম্ভব হয়েছিল ব্রিটিশদের কারসাজিতে।

আর আজ, স্বাধীনতার ৭৮ বর্ষপূর্তি থেকে মাত্র ১৫ দিন দূরে দাঁড়িয়ে কী দেখছি আমরা? এপার বাংলায় নতুন করে 'ভাষা আন্দোলনে' নামতে হয়েছে বাঙালিকে। কারণ, কেন্দ্রীয় শাসকের পরোক্ষ মদতে বাংলা ভাষার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত এবং বাঙালির সম্মান ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে। এই অনাচার বিজেপি/এনডিএ-শাসিত রাজ্যগুলিতেই সর্বাধিক। সবচেয়ে বেড়ে খেলছে একদা 'বঙ্গাল খেদা'-খ্যাত অসম, যে-রাজ্যের গেরুয়া কর্ণধার হিমন্ত বিশ্বশর্মা, যাঁর একটি ডায়ালগ মারাত্মক ভাইরাল হয়েছে, ''মাতৃভাষা 'বাংলা' লিখলে 'বিদেশি' (পড়ুন, বাংলাদেশি নাগরিক) চিনে নিতে আমাদের সুবিধা হবে!'' ভারতের বহু স্থানে বাঙালি-বিদ্বেষ ছড়িয়ে দেওয়ার পিছনে রয়েছে গরিব শ্রমিক শ্রেণির মুসলিম বাঙালিদের বিপন্ন করে তোলার মতলব। নেপথ্যে ভোটের অঙ্ক কতখানি, সেটা বাচ্চাদেরও অজানা নয়।

পড়শি দেশে হিন্দু-সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের জিনা হারাম করে তোলা হচ্ছে। সেখানে হারাম গণ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের লেখা জাতীয় সংগীত এবং বিশ্বকবির যাবতীয় পুণ্যস্মৃতিও। অসংখ্য অমুসলিম মনীষীর কীর্তিগাথা মুছে ফেলার আয়োজন সেখানে সম্পূর্ণ হওয়ার পথে।

আর প্রায় একই লজ্জাজনক কায়দায়, রকমারি কায়দায় সংখ্যালঘু শ্রেণি তথা বাঙালিদের মানবাধিকারহরণ নিয়ে উদ্বেগ ছড়াচ্ছে। এ-নিয়ে আমেরিকা-সহ উন্নত গণতান্ত্রিক দুনিয়া বিরক্ত।

কিন্তু অভিযুক্তরা এসব আদৌ পাত্তা দেয় কি?

আজ 'নিজভূমে পরবাসী' বাঙালিদের নিয়ে এদেশের কেন্দ্রীয় শাসকদের কোনও মাথাব্যথা আদৌ আছে কি?

■ ১৯৪৬-এর এই দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে চাইছে গেরুয়া পার্টি।

এই আবহে দাঁড়িয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করছেন? শুধু ভাষা আন্দোলন? শুধু বাঙালি নিগ্রহের প্রতিবাদ? এটুকুতেই আটকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মকাণ্ড?

না। মোটেই তেমনটা নয়।

মূলত অভাবের তাড়নায় স্কুলমুখী হচ্ছে না বহু ছেলেমেয়ে। অনেকে আবার স্কুলে ভর্তি হয়েও মাঝপথে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। এই ব্যাধি গত কয়েক দশক ধরে গোটা দেশেই জাঁকিয়ে বসেছে। একটা সময় এ রাজ্যের ছবিটাও ছিল তেমনই। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপে ধীরে ধীরে পরিস্থিতিটা যে বদলাতে শুরু করেছে, কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যই তার প্রমাণ। গত সপ্তাহে এই সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান জানিয়েছেন, ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিকে (প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি) বাংলায় কেউ স্কুলছুট নেই। অর্থাৎ স্কুলে ভর্তির পর অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত একজন পড়ুয়াও স্কুল ছেড়ে চলে যায়নি।

এর পেছনে জননেত্রীর নেওয়া পদক্ষেপগুলোর তাৎপর্য ও গুরুত্ব সহজবোধ্য। এ-রাজ্যে ছেলেমেয়েদের স্কুলমুখী করা এবং তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য একাধিক প্রকল্প চালু করেছে রাজ্য সরকার। যেমন, ছাত্রীদের জন্য কন্যাশ্রী, সকলের জন্য সবুজসাথী প্রকল্প ইত্যাদি। প্রথমটায় নগদ, দ্বিতীয়টিতে সাইকেল দেওয়া হয়। এছাড়া সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে ঐক্যশ্রী প্রকল্প। তফসিলি জাতির পড়ুয়াদের জন্য রয়েছে শিক্ষাশ্রী প্রকল্প। ওবিসির জন্য মেধাশ্রী প্রকল্প। প্রতি বছর রাজ্যের কয়েক কোটি পড়ুয়া এইসব প্রকল্প থেকে অর্থ সাহায্য পায়, যা গরিব, দুঃস্থ পরিবারগুলির কাছে শিক্ষায় আলোকিত হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিচ্ছে। প্রাথমিক থেকে উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পড়ুয়াদের বিনা পয়সায় বই, পোশাক, মিড ডে মিলের ব্যবস্থা তো রয়েছেই। 'শূন্য স্কুলছুট' তারই আদর্শ ফল।

'ডাবল ইঞ্জিন সরকার'-এর 'সুফল' নিয়ে গোটা দেশে লম্বা-চওড়া ভাষণ শোনা গেলেও স্কুলছুট-এ এগিয়ে থাকার তালিকায় দেখা যাচ্ছে, সেই বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিরই জয়জয়কার।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুসারে প্রথম শ্রেণি থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত স্কুল শিক্ষার তিনটি স্তর মিলিয়ে স্কুলছুটের তালিকার প্রথম সারিতে রয়েছে নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহ, আরএসএস-এর আশীর্বাদধন্য ডাবল ইঞ্জিনের বিজেপি সরকার। রাজ্যগুলির নাম রাজস্থান, অসম, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, বিহার। এই হিসাব ২০২১-'২২ থেকে ২০২৩-'২৪— এই তিনটি অর্থবর্ষের। বাংলায় একমাত্র ২০২৩-'২৪ অর্থবর্ষে নবম-দশম শ্রেণিতে স্কুলছুটের সংখ্যা ১৭.৮৫ শতাংশ। তবে এই তালিকাতেও পশ্চিমবঙ্গের আগে রয়েছে অসম, কর্নাটক, মেঘালয়, গুজরাত, লাদাখ, অরুণাচল, সিকিম, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, মণিপুর, ঝাড়খণ্ড। আবার কেন্দ্রের দেওয়া অন্য একটি পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, শুধু ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষে সারা দেশে স্কুলছুটের সংখ্যা ১১.৭০ লক্ষের বেশি। প্রথম উত্তরপ্রদেশ, তারপর রয়েছে ঝাড়খণ্ড ও অসম।

এই আবহে পিছিয়ে পড়াদের বাংলা ও বাঙালির ওপর রাগ থাকাটা স্বাভাবিক। সেটা ঈর্ষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ। তার ওপর ঘৃতাহুতি প্রদান করেছে সংখ্যালঘু বিদ্বেষ। মুসলমানদের প্রতি বিদ্বেষ।

তাই ব্রিটিশ জমানার উত্তরাধিকার বহন করে বাংলা ও বাঙালির ওপর আক্রমণ শানানো হচ্ছে রাজ্যে রাজ্যে। এ এক বিরাট চক্রান্ত। সেই চক্রান্তের শিকার আমাদের জীবন-জীবিকা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভাষা আন্দোলন' তাই কার্যত বাঙালির জীবন-জীবিকা বাঁচানোর আন্দোলন।

ভারতের শাসনদণ্ড ব্রিটিশের হাতছাড়া হয়ে গেল, তখন চার্চিল ভারত সম্পর্কে অত্যন্ত অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন। তাঁর মোদ্দা বক্তব্য ছিল, এই অশিক্ষিত, বিশৃঙ্খল, ক্ষমতালোলুপ জাতি স্বাধীনতা বেশিদিন টিকিয়ে রাখতে পারবে না। নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি করেই একে ধ্বংস করে ফেলবে। বস্তুত ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে ভারতীয় জঞ্জাল পার্টি প্রাণপাত করে চলেছে চার্চিলের স্বপ্নপূরণ করার জন্যই। হাজার হোক, সাভারকর, হেডগেওয়ার, গোলওয়াকারের উত্তরাধিকারী বলে কথা! পরম্পরা যাবে কোথায়!

কার্শিয়াংয়ে নয়া বস্তিতে আগুন।
মৃত্যু হল এক প্রাক্তন জওয়ানের।
শোকার্ত পরিবারের পাশে
দাঁড়িয়েছে জিটিএফ

৬ লক্ষাধিক পরিবেশবান্ধব রাখির বরাত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের

পরিবেশবান্ধব রাখি তৈরিতে ব্যস্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

প্রতিবেদন : রাখিবন্ধন উৎসবে এবার ৬ লক্ষেরও বেশি পরিবেশবান্ধব রাখি বিলি করবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ দফতরের উদ্যোগে বিশ্ববাংলা থিমের এই রাখি তৈরি করা হচ্ছে। পূর্ব বর্ধমানের কালনায় রাজ্যের একমাত্র রাখি ক্লাস্টার উইভার্স অ্যান্ড আর্টিজেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে মোট ৬ লক্ষ ৬০ হাজার রাখি তৈরির বরাত দেওয়া হয়েছে। পাট, সুতির কাপড় দিয়ে সূক্ষ্ম কারুকার্যে সাজিয়ে তোলা এই সব রাখির পাশাপাশি ওই ক্লাস্টার থেকে দিল্লি, গুজরাত, তামিলনাড়ু, ওড়িশার মতো ভিনরাজ্য থেকে পাওয়া বরাত মতো রাখি তৈরি করা হচ্ছে বলে বস্ত্র দফতরের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা এই রাখি তৈরি করছেন। পাশাপাশি শিল্পীদের কাজের দক্ষতা বৃদ্ধিতে ক্লাস্টারের পক্ষ থেকে তাঁদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কালনার শিল্পীদের তৈরি রাখি ভিনরাজ্যে ভাল চাহিদা আছে। কিন্তু তাঁরা আগে নামমাত্র মজুরি পেতেন। এরপর মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ উদ্যোগ নেন ক্লাস্টার গড়ার। তারপরেই কালনা উইভার্স অ্যান্ড আর্টিজেন ওয়েলফেয়ার সোসাইটি গড়ে ওঠে। ডিজাইন সেন্টার, কমন ফেসিলিটি সেন্টার, প্রশিক্ষণ যন্ত্রাংশ-সহ ক্লাস্টার তৈরির জন্য সরকারের তরফে ৯৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়। দেওয়া হয় রাখি তৈরির প্রশিক্ষণও।

রিপোর্ট পেশের নির্দেশ

প্রতিবেদন : স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে অসুস্থ স্ত্রীর চিকিৎসা করতে গিয়ে চূড়ান্ত হয়রানির শিকার হয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিশেষভাবে সক্ষম বারাসতের বাসিন্দা আইনজীবী গৌরাঙ্গ পাল। এই মামলায় বুধবার দ্রুত তদন্ত করে রিপোর্ট জমা দিতে রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ। গত জুন মাসে স্ত্রীর কিডনির জটিল সমস্যা হওয়ায় ভর্তি করেন নারায়ণ মেমোরিয়াল হাসপাতালে। প্রথমে সম্মত হয়, ভর্তি নিয়েই হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায়, স্বাস্থ্যসাথীর আওতায় পরিষেবা মিলবে না। বেলভিউ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার পরও নারায়ণ হাসপাতাল মোটা অঙ্কের বিল পাঠায়। হাইকোর্টে আবেদনের পর রাজ্য সরকারকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত শেষ করে রিপোর্ট নিম্ন আদালতে জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

কোনা আমবাগান এলাকার জলমগ্ন মানুষদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিলি করছেন যুব তৃণমূল ও টিএমসিপির কর্মীরা।

সাইলেন্ট ইনভিজিবল রিগিং

(প্রথম পাতার পর) বিগত কয়েক বছরের থেকে অনেক ভাল ফল ২৬-এর ভোটে তৃণমূল কংগ্রেস করবে। এর পরেই অপারেশন সিঁদুর প্রসঙ্গে বিজেপি এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে নিশানা করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গতকাল যে অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সেখানে দেখবেন ২০২৯ সালের পরে প্রধানমন্ত্রী আর এগোননি। উনি ৯০ মিনিটের ভাষণে ২০০ বার নেহরুর নাম নিয়েছেন। আরে মানুষ কংগ্রেসকে ভরসা করেনি বলেই তো বিজেপিকে ক্ষমতায় এনেছিল। পহেলগাঁও হয়েছে কার জন্য? কে দায়ী এই ঘটনার জন্য? আপনারা বাংলাকে কালিমালিপ্ত করেন, বলেন বর্ডার থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বাংলাদেশি ঢোকায়। এখানে জম্মু-কাশ্মীর সীমান্ত দিয়ে চার জঙ্গি কীভাবে ঢুকল? প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন তিনি।

কল্যাণী এইমস-এর সমাবর্তনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস, রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য-সহ বিশিষ্টরা। বুধবার।

তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যকে খুন

সংবাদদাতা, হুগলি : ফের বিরোধীদের হিংসার শিকার তৃণমূল কর্মী। বুধবার ভরসন্ধ্যায় কোন্নগর কানাইপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সদস্যকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথারি কোপাল দুষ্কৃতীরা। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কানাইপুর অটোস্ট্যান্ডে। পঞ্চায়েত সদস্য পিন্টু চক্রবর্তী ওরফে মুন্না তাঁর গ্যাসের অফিস থেকে কাজ সেরে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তখন হঠাৎই দুষ্কৃতীরা তাঁর উপর চড়াও হয় ধারালো অস্ত্র নিয়ে। আচমকা এই ঘটনায় থতমত খেয়ে যান প্রত্যক্ষদর্শীরাও। তড়িঘড়ি রক্তাক্ত অবস্থায় পিন্টু চক্রবর্তীকে কানাইপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে কলকাতায় এসএসকেএম হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনাস্থলে কানাইপুর ফাঁড়ি পুলিশ উত্তরপাড়া থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে হাজির হয়। হঠাৎ কী কারণে তাঁর উপর হামলা চালানো হল সেই নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। পুলিশ এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে।

ভাষা-মিছিলে নেত্রী

(প্রথম পাতার পর)
ছিলেন ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের সভাপতি বিধায়ক দুলাল মুর্মু, বিনপুরের বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা, গোপীবল্লভপুরের বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ মাহাতো-সহ জঙ্গলমহলের তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব। বৈঠক শেষে বিধায়ক দেবনাথ হাঁসদা বলেন, আমাদের দলনেত্রী বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর এবারের জঙ্গলমহল সফরে ভাষা আন্দোলনের মিছিল, প্রশাসনিক বৈঠক-সহ একগুচ্ছ কর্মসূচির প্রস্তুতির কথা হয়েছে। ঝাড়গ্রামের রাজবাড়ি মোড় থেকে সার্কাস ময়দান পর্যন্ত নেত্রীকে সামনে রেখে ভাষা আন্দোলনের মিছিল হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে।

গুদামে আগুন

প্রতিবেদন : বাইপাসের ধারে একটি প্লাস্টিক গোডাউনে ভয়াবহ আগুন। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে যায় গোটা এলাকা। বিধ্বংসী আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায় একাধিক ঝুপড়ি। তবে ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয়দের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। খবর পেয়ে দমকলের একাধিক ইঞ্জিন এসে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল ও পুলিশ।

চালু হয়ে গেল কলকাতা পুরসভার আধুনিক ফুড হাব। বুধবার রাসেল স্ট্রিটের ফুড স্ট্রিটে ৩২টি স্টলের উদ্বোধন ও বিতরণে মেয়র ফিরহাদ হাকিম, ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, অসীম পাত্র।

কে সামনে রেখে
প্রস্তুতিসভা
বক্তা: তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য
সভাপতি, পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল ছাত্র পরিষদ

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবসের প্রস্তুতি চলছে রাজ্যজুড়ে। ২৮-এর আহ্বান জানিয়ে জেলায় জেলায় যাচ্ছেন টিএমসিপির রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। বুধবার রায়গঞ্জের বিধানমঞ্চে।

'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্প যাতে সঠিকভাবে বাস্তবায়িত করা যায় তার জন্য বুধবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে এক কর্মশালার আয়োজন করা হয় স্থানীয় নীলদর্পণ সভাগৃহে। বক্তব্য রাখেন জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস-সহ অন্যরা। কর্মশালায় সাংগঠনিক জেলার জনপ্রতিনিধি ছাড়াও দলীয় পদাধিকারীরাও উপস্থিত ছিলেন।

কার্গিল যুদ্ধের সেনা পরিবার

(প্রথম পাতার পর) করেছে, মঙ্গলবার পূর্ব পুণের চন্দননগরে তাঁদের বাড়িতে এসে কাগজপত্র দাবি করে পুলিশ-সহ অন্যদের ৩০-৪০ জনের দল। মধ্যরাতেই পরিবারের পুরুষ সদস্যদের থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর ভোর ৪টে পর্যন্ত থানায় আটকে রাখা হয়। সেই সঙ্গে হুমকি দেওয়া হয় যে, যদি আমরা আমাদের নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে ব্যর্থ হই, আমাদের বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা ঘোষণা করা হবে।

এই হচ্ছে বিজেপি। ডবল ইঞ্জিন রাজ্যগুলিতে বাংলাভাষী ও বাঙালিদের নিপীড়ন চালাচ্ছে। বাংলায় কথা বললেই তাদের হেনস্থা করা করা হচ্ছে এবং বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হচ্ছে। সারা দেশ জুড়ে চলছে গভীর চক্রান্ত। কার্গিল সেনা পরিবারকে হয়রান করার পর বেকায়দায় পড়ে পুণে পুলিশের ডিসিপি আবার সাফাই গাইছেন, সন্দেহভাজন অবৈধ অভিবাসীদের তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ব্যবস্থা নিয়েছে। আমাদের দল কাগজপত্র চেয়েছিল। তারা ভারতীয় বলে স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর, আমরা তাদের ছেড়ে দিয়েছি। পুলিশের দলের সাথে তৃতীয় কোনও পক্ষ ছিল না।

উল্লেখ্য, ৫৮ বছর বয়সি হাকিমুদ্দিন ১৯৮৪ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত সেনাবাহিনীর ২৬৯ ইঞ্জিনিয়ার রেজিমেন্টে ১৬ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর আক্ষেপ, আমি কার্গিলে এই দেশের জন্য লড়াই করেছি। আমাকেই কি না প্রশ্ন করা হচ্ছে, আমি এ দেশের নাগরিক কি না!

স্ত্রীকে আগুনে পুড়িয়ে মারার অভিযোগে ৪ বছর পর দোষী সাব্যস্ত স্বামী। যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের নির্দেশ চুঁচুড়ার তৃতীয় দায়রা আদালতের। পাণ্ডুয়া এলাকার ঘটনা

অনুপ্রবেশকারীদের ভুয়ো নথি তৈরির অভিযোগে বনগাঁয় ধৃত বিজেপি কর্মী

সংবাদদাতা, বনগাঁ : বিএসএফের গাফিলতিতেই অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারীরা যে ভারতে প্রবেশ করছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় নথি তৈরি করে দেওয়ার পেছনে যে বিজেপির হাত রয়েছে সেই বিষয়টা এবার সামনে এসে গেল। অনুপ্রবেশকারীদের ভারতীয় নথি তৈরি করে দেওয়ার অভিযোগে এবার ধরা পড়ল এক বিজেপি সক্রিয় কর্মী। ধৃত বিজেপি কর্মীর নাম রাজকুমার বারুই। তাকে উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানার বাণেশ্বরপুর থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতকে বুধবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। হেফাজতে নিয়ে পুলিশ জেরা করে পুরো বিষয়টি জানতে চাইছে। এই অনৈতিক কাজকর্মের সঙ্গে আর কারা জড়িত সেই বিষয়ে হদিশ পেতে চাইছে পুলিশ। এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই বনগাঁ জুড়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য। এসআইআর, ভুয়ো ভোটার, ভোটার তালিকা— নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। এবার তাদের দলের এক সক্রিয় কর্মীর এহেন অবৈধ কাজ সামনে আসাতে মুখে কুলুপ এঁটেছে বিজেপি নেতৃত্ব। এবার কোথায় মুখ লুকোবেন পদ্ম শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে রাজ্য নেতৃত্বরা? দায় ঝেড়ে ফেলতে সক্রিয় কর্মীর কাজের সঙ্গে দলের কোনও যোগ নেই বলে সাফাই গাইতে শুরু করেছেন তাঁরা। অভিযুক্ত রাজকুমার দীর্ঘদিন ধরে একটি দোকানের আড়ালে অনুপ্রবেশকারীদের আধার, ভোটার কার্ড-সহ অন্যান্য ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরি করে দেওয়ার কাজ করত। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে বাগদা থানার পুলিশ অভিযুক্তের দোকানে হানা দেয়। সেখান থেকে উদ্ধার হয় জাল আধার ও প্রিন্টার।

■ ধৃত বিজেপি কর্মীর নাম রাজকুমার বারুই।

সুন্দরবন থেকে জাল নোট-সহ গ্রেফতার এক

সংবাদদাতা, হেমনগর : সন্দেশখালির পর এবার হেমনগর। আবার জাল টাকা-সহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি। ধৃতের নাম আল মামুদ গাজি। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট মহকুমার হেমনগর কোস্টাল থানার পারঘুমটি এলাকা থেকে আল মামুদ গাজিকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সুন্দরবন লাগোয়া হেমনগরের পারঘুমটি এলাকায় থেকে পুলিশের কাছে খবর আসছিল, বেশ কিছুদিন ধরে এলাকায় জাল নোটের কারবার চলছে। এরপর পুলিশ তদন্ত নামে। বুধবার ভোরে যখন হেমনগর থানার পুলিশ টহল দিচ্ছিল, সেই সময় ওই ব্যক্তি সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছিল। তাকে দেখে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে পুলিশ। তল্লাশিতে উদ্ধার হয় ২১ হাজার টাকার জাল নোট। যার বেশিরভাগই ছিল ৫০০-র নোট। এরপর হেমনগর থানা পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে। বুধবার বসিরহাট মহকুমা আদালতে পেশ করলে বিচারক পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। কোথা থেকে এই জাল নোট এল এবং কেনই বা এইসব এলাকায় ছড়িয়ে দিচ্ছিল এবং এর সাথে আরও কারা কারা জড়িত আছে তা তদন্ত করে জানতে চাইছে হেমনগর থানা।

মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বন্যাদুর্গত এলাকা পরিদর্শনে সাংসদ ও জেলা সভাধিপতি

সংবাদদাতা, বনগাঁ : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁর দুর্যোগ কবলিত এলাকা পরিদর্শন করলেন বারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তথা প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। বুধবার ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের মধ্যে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করা হয়।

লাগাতার ভারি বৃষ্টিতে জলমগ্ন হয়ে পড়েছে বনগাঁর বেশ কিছু এলাকা। প্রশাসনের তৎপরতায় তিনটি ত্রাণ শিবিরে ৫০টির মতো পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। খাওয়াদাওয়ার পাশাপাশি এদিন সরকারের তরফে তাঁদের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। বিশ্বজিৎ দাস জানান, লাগাতার বর্ষার কারণে বেশকিছু জায়গা জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। তবে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আছে। আকাইপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গরিরপুর গ্রামে, ঘাটবাহর পঞ্চায়েতের পাইকপাড়া বাজার ও বামনগর পঞ্চায়েতের উত্তর পাড়ায় তিনটি ত্রাণশিবির করা হয়েছে। প্রশাসনের তরফে তাদের সব রকমের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে মানুষ সমস্যায় আছেন কিনা জানতে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশে বন্যাদুর্গতদের দেখতে গিয়েছিলাম। সরকারের তরফে সেখানে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ত্রাণশিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষেরা মানবিক মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবস্থাপনায় খুশি। তাঁদের দাবি মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন বলে জানান পার্থ ভৌমিক। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলা সভাধিপতি নায়ারণ গোস্বামী।

■ বনগাঁর ত্রাণশিবিরে সাংসদ পার্থ ভৌমিক, জেলা সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। বুধবার।

নরেন্দ্রপুরে তৃণমূল কর্মী খুনে গ্রেফতার তিন

সংবাদদাতা, নরেন্দ্রপুর : নরেন্দ্রপুরে তৃণমূল কর্মী খুনে গ্রেফতার তিন। ধৃতদের বিরুদ্ধে খুন ও অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত ৫ জুলাই নরেন্দ্রপুর থানা এলাকায় উদ্ধার হয় বিষ্ণুপুর থানার বাসিন্দা সুদীপ নাড়ুর ক্ষতবিক্ষত দেহ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ ও উদ্ধার করে দেহ। ঘটনার তদন্তে নামে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ ও জেলা পুলিশের এসওজি। যৌথভাবে তদন্তে নামে দুই বাহিনী। তদন্তে নেমে প্রথমে ধরা পড়ে সুশান্ত দাস ওরফে লাদেন, যিনি নরেন্দ্রপুর থানার নতুনহাট এলাকার বাসিন্দা। সুশান্তকে জিজ্ঞাসাবাদের পর উঠে আসে আশাদুল মণ্ডল ওরফে কালোবাবুর নাম। একাধিক থানায় তাদের বিরুদ্ধে খুন, ছিনতাই, হামলা-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। সুশান্ত ও আশাদুলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ হদিশ পায় রাজা বণিক নামে এক গাড়ি চালকের। রানাঘাট থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। নেতাজিনগর থানা এলাকার বাসিন্দা রাজা খুনের আগে নিজের গাড়িতে সুদীপকে নিয়ে এসেছিল বলে পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।

পুজো আসছে, ইলিশ পাঠান

বাংলাদেশকে চিঠি রাজ্যের মৎস্য ব্যবসায়ী সংগঠনের

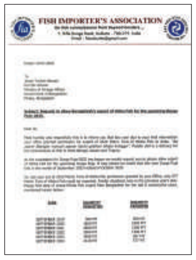

FISH IMPORTER'S ASSOCIATION

সংবাদদাতা, হাওড়া : আর দুমাস পরেই শারদোৎসবে মেতে উঠবে বাঙালি। আর বাঙালির কাছে দুর্গাপুজো ও পেটপুজো যেন সমার্থক। অষ্টমীর অঞ্জলি দেওয়ার পরে চর্ব্য, চোষ্য নাহলে যেন মন ভরে না। আর সেই সময়ে পাতে যদি পড়ে ইলিশ, তা হলে খুশি এক ধাক্কায় বেড়ে যায় দ্বিগুণ। সেই ব্যবস্থা করতেই বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে পদ্মার ইলিশ পাঠানোর জন্য চিঠি দিল রাজ্যের মৎস্য ব্যবসায়ী সংগঠন ফিশ ইমপোটার্স অ্যাসোসিয়েশন। এপার বাংলায় রুপোলি শস্য আনতে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিদেশমন্ত্রকের উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেনকে মঙ্গলবার ফিশ ইমপোটার্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এই চিঠি দেওয়া হয়েছে। ফিশ ইমপোটার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ জানান, গত বছর ২৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ মাছ রফতানির অনুমতি দিয়েছিল বাংলাদেশ। তার জন্য এপার বাংলার মানুষ 'গভীর ভাবে কৃতজ্ঞ'। সেই ট্র্যাডিশন বজায় রেখে চলতি বছরে দুর্গাপুজোর আগেই সময়সীমা বাড়িয়ে ইলিশের রফতানির অনুমতি দিক বাংলাদেশ সরকার। সৈয়দ আনোয়ার মাকসুদ চিঠিতে লিখেছেন, 'গত বছর ২৪২০ মেট্রিক টন ইলিশ মাছ রফতার অনুমতি দিলেও মাত্র ৫৭৭ মেট্রিক টন ইলিশ এসে পৌঁছেছিল। কারণ রফতানির অনুমতির জন্য একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে। যেমন ৩০ দিন থেকে ৪৫ দিন। এই অল্প সময়ের মধ্যে এই বিশাল পরিমাণ মাছ নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই এবার কোনও সময়সীমা বেঁধে না দিয়ে ইলিশ মাছ রফতানির অনুমতি দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।' শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর থেকেই ভারত-বাংলাদেশের সম্পর্ক তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে। সীমান্তে বিবাদ এবং বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন নিয়ে দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক দ্বন্দ্ব অব্যাহত আছে। এর মধ্যেই ওপার বাংলাকে ইলিশ রফতানির অনুমতির দেওয়ার কথা বলে চিঠি গেল এপার বাংলা থেকে। এর প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার কী সিদ্ধান্ত নেয় সেটাই এখন দেখার।

■ রায়দিঘি বিধানসভার কাশীনগর অঞ্চলের 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্প নিয়ে বিশেষ সাংগঠনিক আলোচনা সভা। ছিলেন রায়দিঘির বিধায়ক ডাঃ অলক জলদাতা-সহ স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব।

■ বুধবার হুগলির শ্রীরামপুরে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ে রাজ্য সরকারের নতুন প্রকল্প 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' বৈঠক। একাধিক পুরপ্রধান, উপ-পুরপ্রধান, সরকারি আধিকারিক ও পুলিশ প্রশাসনের কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করলেন শ্রীরামপুরের মহকুমাশাসক শম্ভুদীপ সরকার।

পানিট্যাঙ্কি থেকে আটক চিনা নাগরিককে এসএসবি তুলে দিল খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে। ধৃতকে বুধবার আদালতে তোলা হয়। পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে চলছে জিজ্ঞাসাবাদ

বিচ্ছিন্ন সিকিম-বাংলা যোগাযোগ ▪ তিস্তায় লাল সতর্কতা ▪ প্রশাসনের নজরদারি

জোড়া ধস পাহাড়ে, গন্তব্য বদলাচ্ছেন পর্যটকেরা

■ বিপর্যস্ত জাতীয় সড়ক। চলছে ধস সরানোর কাজ।

■ বৃষ্টিতে বেড়েছে জল, ফুঁসছে তিস্তা।

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং : একটানা প্রবল বৃষ্টিতে উত্তরের পরিস্থিতির আরও অবনতি। বাংলা-সিকিম লাইফলাইন থমকে। ফের ধসের জেরে লিখুভি ও তারখোলায় ধসের জেরে ব্যাহত যোগাযোগ ব্যবস্থা। নতুন করে ধস নেমেছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কেও। কালিম্পং ঘুরে যাওয়ার পথটুকুই শুধু খোলা আছে। ওদিকের পর্যটকরা অধিকাংশ গন্তব্য বদল করে দার্জিলিঙের দিকে যাচ্ছে। লিখুভি ও কালিম্পং জেলার তারখোলায় একাধিক জায়গায় ধস নামায় কার্যত সম্পূর্ণ ব্যাহত হয়ে পড়েছে বাংলা-সিকিমের যোগাযোগব্যবস্থা। এই দুই পথই ছিল দুই রাজ্যের মধ্যে প্রধান যাতায়াতের মাধ্যম, যা এখন অবরুদ্ধ। মঙ্গলবার রাত থেকে টানা বৃষ্টির কারণে একাধিক জায়গায় ধস নামে। বুধবার সকালেও নতুন করে ধস নামায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। দীর্ঘ যানজট তৈরি হয়েছে, বহু মানুষ আটকে রয়েছেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া রাস্তায় বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে প্রশাসন। জেলা প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ধস সরানোর কাজ চলছে। বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সড়ক পরিবহণ দফতর এবং স্থানীয় প্রশাসন যৌথভাবে কাজ করছে। এখনও পর্যন্ত বড়সড় কোনও প্রাণহানির খবর নেই। তবে আবহাওয়া দফতর আরও বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়ায় পরিস্থিতি উদ্বেগজনক হয়ে উঠতে পারে বলেই আশঙ্কা। এদিকে ধসের কারণে পাহাড়ি অঞ্চলের পর্যটনেও প্রভাব পড়েছে। বহু পর্যটক আটকে পড়েছেন বা ভ্রমণ বাতিল করছেন। এদিকে, পাহাড়ে টানা ভারী বৃষ্টিপাত এবং সমতল এলাকায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির জেরে হঠাৎ করেই জলস্তর বেড়ে গিয়েছে তিস্তা নদীর। পরিস্থিতি এতটাই উদ্বেগজনক যে, মঙ্গলবার সেচ দফতরের তরফে তিস্তার অসংরক্ষিত এলাকা জুড়ে জারি করা হয়েছে লাল সতর্কতা। বিশেষত দোমহনি থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত তিস্তার অসংরক্ষিত তীরবর্তী অঞ্চলগুলিতে এই সতর্কতা কার্যকর হয়েছে। ফলে চরম দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছেন জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বিবেকানন্দপল্লি, সুকান্তনগর কলোনি, সারদাপল্লি, বোয়ালমারি-সহ বিস্তীর্ণ তিস্তাপাড়ের সাধারণ মানুষ। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই তিস্তা নদীতে নামা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

সিকিমে ভূমিকম্প

সংবাদদাতা, দার্জিলিং : বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত সিকিম, এর মধ্যে দোসর ভূমিকম্প! বুধবার সকালে সিকিমের তাদংয়ে কম্পন অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটির উপকেন্দ্র ছিল তাদং থেকে প্রায় ১৪৬ কিলোমিটার দূরে এবং অবস্থান ছিল অক্ষাংশ ৮৭.৬৮ উত্তর ও দ্রাঘিমাংশ ২৮.৩৬ পূর্ব। ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই।

বিদ্বেষের প্রতিবাদ, বালুরঘাটে বাংলায় হোর্ডিং বাধ্যতামূলক

বালুরঘাট পৌরসভা
BALURGHAT M NIC PALITY

প্রতিবেদন : পুরসভার সিদ্ধান্ত। শিলিগুড়ির পর এবার বালুরঘাটের দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাংলায় হোর্ডিং ব্যানার বাধ্যতামূলক করা হল। শীঘ্রই এই নিয়ম কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন পুরসভার চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। তিনি বলেন, পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। পুরসভা স্পষ্ট করেছে, হোর্ডিং, ব্যানারে অন্য ভাষাও ব্যবহার করা যাবে। চেয়ারম্যান বলেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি বলে অপবাদ দেওয়া হচ্ছে। আমরা বোর্ড মিটিংয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, শহরের সমস্ত হোর্ডিং, ব্যানার বাংলা ভাষায় লিখতে হবে। এজন্য ব্যবসায়ী ও দোকানদারদের অনুরোধ করা হবে। এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে দ্রুত প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিচ্ছে পুরসভা। বালুরঘাট পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানিয়েছেন শহরের বিশিষ্ট-সহ সাধারণ মানুষও। প্রসঙ্গত শিলিগুড়িতে শহরজুড়ে বাংলায় হোডিং, ব্যানার আগেই চালু করেছে পুরনিগম। বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা এবং বিজেপি বাংলা বিদ্বেষের প্রতিবাদ জানিয়ে বালুরঘাটেও বাংলায় হোডিং চালু হচ্ছে।

দুর্গম বক্সায় তৈরি হচ্ছে কংক্রিটের রাস্তা

সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার: মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে দুর্গম বক্সায় উন্নয়নের জোয়ার। আদমা ও চুনাভাটির পথে বক্সা পাহাড়ে তৈরি হচ্ছে নতুন সিসি রোড (কংক্রিটের রাস্তা)। রাজভাতখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত সম্প্রতি একটি সি রোড নির্মাণ করেছে। কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় করে। ওই রোড নির্মাণের পর আদমা ও চুনাভাটি গ্রামের প্রায় ৬০০ বাসিন্দার পাহাড় থেকে সমতলে যাতায়ায়ের সুবিধা হয়েছে। এই সিসি রোড নির্মাণের জন্য তাঁরা ধন্যবাদ জানিয়েছেন পঞ্চায়েত প্রধান সোনম জঙ্গমো ডুকপাকে। প্রধান সোনম জানান, বক্সা পাহাড়ের বাসিন্দারা বর্ষায় সময় পাহাড় থেকে সমতলে যাতায়াত করতে খুব অসুবিধার সম্মুখীন হন। তাই সিসি রোড নির্মাণ করে আমরা পঞ্চায়েত থেকে পাহাড়ের বাসিন্দাদের কষ্ট কিছুটা লাঘব করতে পেরেছি। বাসিন্দারা নতুন পথ উপহার পেয়ে খুব খুশি।

রাজ্যের উদ্যোগ

■ রাস্তা তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে।

ই-রিকশা চালক খুনের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ধৃত ২

প্রতিবেদন: ই-রিকশা চালক হত্যার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই খুনের কিনারা করল খড়িবাড়ি পুলিশ। খুনের অভিযোগে গ্রেফতার মৃতের প্রতিবেশী বন্ধু বিমল বর্মন ও সুজয় রায়। উভয়ের বাড়ি বুড়াগঞ্জের বক্তরভিটা এলাকায়। বুধবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের পাঠিয়েছে খড়িবাড়ি পুলিশ।

মঙ্গলবার সকালে সুজয় সরকার নামে এক ই-রিকশা চালকের দেহ খড়িবাড়ির সুবলজোত গ্রাম থেকে উদ্ধার হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে মঙ্গলবার দুপুরেই দু'জনকে আটক করে টানা জিজ্ঞাসাবাদ করে। ধৃতরা পুলিশি জেরায় খুনের কথা স্বীকার করে। খুনিরা মৃতের প্রতিবেশী বন্ধু। মঙ্গলবার রাতে তারা একসঙ্গে মদ্যপানও করে বলে জানায় ধৃতরা। এরপর মৃত ই-রিকশা চালক ধৃত বিমল বর্মনের স্ত্রী সম্পর্কে কটূক্তি করায় বচসা বাধে। এরপরই গলায় গামছার ফাঁস দিয়ে ই-রিকশা চালক সুজয় সরকারকে মেরে ফেলে বলে অভিযোগ। অভিযুক্তদের এদিন শিলিগুড়ি আদালতে তুলে তদন্তের স্বার্থে ১০ দিনের পুলিশ রিমান্ডের জন্য আবেদন করেছে খড়িবাড়ি পুলিশ।

আগুনে ভস্মীভূত

প্রতিবেদন: দার্জিলিংয়ের ফরেস্ট আবাসনে আগুন। পুড়ে ছাই হয়ে গেল পরপর কয়েকটি কাঠের বাড়ি। বুধবার রাত দশটা নাগাদ আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের তিনটি ইঞ্জিন। বসবাসকারী পাঁচটি পরিবারকে দ্রুত অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। দমকলের তৎপরতায় কয়েক ঘণ্টার মধ্যে আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। হতাহতের ঘটনা ঘটেনি, আগুনের আসল কারণ জানতে শুরু হয়েছে তদন্ত।

ফুটবল টুর্নামেন্ট

■ উত্তর দিনাজপুর জেলা স্পোর্টস স্কুলভিত্তিক ফুটবল খেলা ২০২৫ অনুষ্ঠিত হল। ইটাহার উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ইটাহার হাইস্কুল মাঠে খেলার সূচনা করেন বিধায়ক মোশারফ হোসেন। দিব্যেন্দু সরকার, রিনা সরকার, কার্তিক দাস, সুন্দর কিসকু উপস্থিত ছিলেন।

আমার বাংলা
31 July, 2025 • Thursday • Page 8 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

টানা বৃষ্টিতে ধসে পড়ল দোতলা বাড়ির একাংশ

■ বুধবার ভেঙে পড়ল পাকা বাড়ি।

বর্ধমানে বাড়ি ভেঙে, ফসল নষ্টে ক্ষতি ৫০ লক্ষ

সংবাদদাতা, পূর্ব বর্ধমান : টানা বৃষ্টির জেরে মঙ্গলবার বিকেলে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে মাধবডিহির ফতেপুর গ্রামের বিশ্বজিৎ ঘোষের মাটির বাড়ি। সেই সময় বাড়িতে কেউ না থাকায় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বুধবার সকালেও শক্তিগড়ের গোবিন্দপুর বেনেপাড়ায় একটি প্রাচীন বাড়ির একটি অংশ ধসে পড়ে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গত কদিনের টানা বৃষ্টিতে জেলায় ৬০০-র উপর বাড়ি আংশিক ক্ষতির মুখে পড়ে। ১৮০টির মতো বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। টানা বৃষ্টির জেরে জেলায় ক্ষয়ক্ষতির প্রাথমিক হিসেব নবান্নে পাঠিয়েছে জেলা প্রশাসন। জেলাশাসক আয়েষা রানি এ বলেন, আমি নিজে বেশ কয়েকটি গ্রাম পরিদর্শন করি। জরুরি ভিত্তিতে বাঁধ সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে কোনও বাড়ির অবস্থা খারাপ হলে সরকারি জায়গায় আশ্রয় নেওয়ার জন্যে বলা হচ্ছে। বন্যা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে প্রতিটি ব্লকে একজন করে এডিএম এবং ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটদের পরিদর্শন ও নজরদারির দায়িত্ব দিয়েছি। নবান্ন থেকে পূর্ব বর্ধমানের পরিস্থিতির উপর নজর রাখার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কৃষি ও কৃষি বিপণন দফতরের সচিব ওঙ্কার সিংহ মিনাকে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃষ্টির জন্যে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এমন আশঙ্কাজনক গ্রামগুলিকে চিহ্নিত করে সরেজমিন পরিদর্শন করেছেন জেলাশাসক আয়েষা রানি এ। কয়েকটি জায়গায় পুলিশ সুপার সায়ক দাসও সঙ্গে ছিলেন। বিডিওরা বলেন, জেলাশাসক শুধু পরিদর্শন নয়, মাটির বাড়িতে ঢুকে কাঠামো পর্যন্ত পরীক্ষা করে দেখেছেন। দুর্বল কাঠামো থাকলে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান রায়না ২ পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সৈয়দ কলিমুদ্দিন। তিনি বলেন, পঞ্চায়েত সমিতির তরফে যা যা করণীয়, সব রকম সাহায্য করা হবে ওই পরিবারকে। বর্ধমান ২ ব্লকের প্রাচীন বাড়ির মালিকেরা কলকাতায় থাকেন। এ দিন সকালে বাড়ির একাংশ ভেঙে পড়ার পরই স্থানীয় পঞ্চায়েত পরিষ্কার করে দেয়। কৃষি দফতর সূত্রে জানা যায়, টানা বৃষ্টির জেরে বাড়ির সঙ্গে প্রায় ৫০০ হেক্টর জমির আনাজ, ১৫ হেক্টর বীজতলা ও ১৪ হেক্টর খরিফ ধানের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার ক্ষতি হতে পারে।

ডেবরায় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের শাখায় হঠাৎ আগুন, বন্ধ থাকল পরিষেবা

সংবাদদাতা, ডেবরা : বুধবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরা ব্লকের বালিচক এলাকার একটি ব্যাঙ্কের শাখায় শর্ট সার্কিটের জেরে আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসে ডেবরা থানার পুলিশ। কিছুক্ষণের জন্য পুরো ব্রাঞ্চ কালো ধোঁয়ায় ভরে যায়। ওই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের পরিষেবা বন্ধ হয়ে যায়। পরিষেবার সুযোগ নিতে অন্যান্য ব্রাঞ্চে পাঠিয়ে দেওয়া হয় গ্রাহকদের। ব্রাঞ্চ কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিটের জেরেই আগুন লাগার এই ঘটনা ঘটেছে। গোটা বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ডেবরা থানার পুলিশ।

খেজুরিতে খাতাই খুলতে পারল না বিজেপি!

সমবায়ে সব আসনেই জয়ী তৃণমূল

■ সবুজ আবির মেখে জয়ের উল্লাসে মেতে উঠেছেন তৃণমূলের জয়ী প্রার্থী ও নেতা-কর্মীরা। বুধবার, খেজুরিতে।

সংবাদদাতা, খেজুরি : নিজেদের বিধানসভা এলাকার অন্তর্গত সমবায় সমিতির নির্বাচনে খাতাই খুলতে পারল না বিজেপি। বুধবার খেজুরি ১ ব্লকের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর পশ্চিমপাড়া সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নির্বাচনে সব ক'টি আসনেই জয়ী হলেন তৃণমূল প্রার্থীরা। এই সমবায়ে মোট আসন ৯টি। এদিন বিকেলে ভোটের ফল বেরোতেই দেখা গেল একেবারে বিপর্যস্ত রামেরা। সবকটিতেই বিপুল ভোটে জয় পান তৃণমূলের প্রার্থীরা। ফল প্রকাশের পর সবুজ আবির মেখে মিষ্টিমুখে মেতে ওঠেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। এই সমবায় আগেও তৃণমূলের হাতেই ছিল। প্রায় এক বছর আগে পরিচালক মণ্ডলীর মেয়াদ শেষ হয়। কয়েক মাস আগে নির্বাচন ঘোষণা হতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়ে বিজেপি। সবকটি আসনেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে তারা প্রার্থী দিয়েছিল। বুধবার সকাল থেকে নির্বাচনকে ঘিরে ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ছিল টানটান উত্তেজনা। ছিল কড়া পুলিশি নিরাপত্তার ব্যবস্থাও। বিকেলে গণনা শুরু হতেই দেখা যায় একের পর এক আসনে তৃণমূলের কাছে ধরাশায়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থীরা। বিপুল ভোটে সব আসন জিতে নেয় তৃণমূল। এই সমবায়ের ভোট ভোটার সংখ্যা প্রায় ৭০০। যার মধ্যে ভোট পড়ে ৫৩০টি। এই সমবায় সমিতি যে গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সেই হেঁড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েত বর্তমানে তৃণমূলের হাতে। তবে খেজুরি বিধানসভায় ২০২১-এ জয় পায় বিজেপি। লোকসভা নির্বাচনেও এখানে এগিয়েছিল তারা। ফলে বিজেপির এলাকায় ভালমতোই থাবা বসাল তৃণমূল বলা যায়। জয়ী প্রার্থীদের এদিন অভিনন্দন জানান জেলা তৃণমূল সাধারণ সম্পাদক বিমান নায়ক, কাঁথি সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি শেখ জালালউদ্দিন খান-সহ অন্যরা। জয়ীদের সবুজ আবিরে রাঙিয়ে তোলার পাশাপাশি মিষ্টিমুখে মেতে ওঠেন তাঁরা। জেলা যুব তৃণমূল সভাপতি জালালউদ্দিন বলেন, বিজেপি যেভাবে মিথ্যাচার, কুৎসা, দুর্নীতি করেছে তারই বিরুদ্ধে মানুষ এই সমবায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে রায় দিয়েছেন। এ থেকে প্রমাণ হয়ে গেল মানুষ আমাদের সঙ্গেই আছেন। বিজেপির জনসমর্থন নেই। আগামীদিনে খেজুরি বিধানসভা তৃণমূলের হাতেই আসবে।

তমলুকে শুরু লোকশিল্পীদের ৩ দিনের কর্মশালা

সংবাদদাতা, তমলুক : মঙ্গলবার থেকে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে জেলাশাসকের দফতরে শুরু হয়েছে আঙ্গিকভিত্তিক লোকশিল্পীদের কর্মশালা। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্রের আয়োজনে এবং জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর এবং পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় তিনদিনের এই কর্মশালা চলবে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত। প্রায় ৫০ জন লোকশিল্পী এই কর্মশালায় অংশ নিচ্ছেন। মঙ্গলবার কর্মশালার প্রথম দিনে উপস্থিত ছিলেন নন্দকুমারের বিধায়ক সুকুমার দে, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) সৌভিক চট্টোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি সুহাসিনী কর, পাঁশকুড়ার পুরপ্রধান নন্দ মিশ্র প্রমুখ।

গুজরাত থেকে বাংলাদেশ ফেরার পথে নদিয়ায় পুলিশের জালে ৭ বাংলাদেশি

■ পুলিশের হাতে ধৃত সাত অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি।

সংবাদদাতা, নদিয়া : রানাঘাট জেলা পুলিশের তৎপরতায় সাত বাংলাদেশি গ্রেফতার হল নদিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চল থেকে। বছর দুয়েক আগে দালাল মারফত অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে এই সাত জন বাংলাদেশি। এর মধ্যে চারজন মহিলা ও তিনজন পুরুষ। জাল ভোটার ও আধার কার্ড বানিয়ে পাড়ি দেয় আমেদাবাদ। সেখানে একটি সংস্থায় কাজ করার পর ফিরে আসে নদিয়ায। ধানতলা থানার কাঁটাতারহীন সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করার সময় তাদের গ্রেফতার করে ধানতলা থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, বরণবেড়িয়া নিরালাপাড়ায় এদের ঘোরাফেরা করতে দেখে স্থানীয়রা পুলিশকে জানালে ধানতলা থানার পুলিশ গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে ৭ জনের কথায় অসংগতি ধরা পড়ে। এরপরই জানা যায় আসল সত্য। ধৃত আব্দুল্লাহ, আব্দুর শেখ, বেবি বাবু, আফরোজা শেখ, রোসনারা খাতুন, সালেয়া শেখ, রুবেল শেখ, রুবেল মালঙ্গি সাতজনই খুলনা জেলার বালিয়াডাঙার বাসিন্দা। রানাঘাট জেলা পুলিশের অধীন সীমান্তবর্তী খানাগুলির সতর্কতায় অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা ধরা পড়ছে। জেলা পুলিশের কার্যকারিতা বিএসএফের চেয়ে অনেক ভাল বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

২০ দিন নিখোঁজ মেয়ে, মা-বাবাকে ফোন নম্বর দিয়ে সাংসদের আশ্বাস

সংবাদদাতা, পশ্চিম মেদিনীপুর : টিউশন পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় দশম শ্রেণির ছাত্রী। ২০ দিন ধরে তার খোঁজ না পেয়ে সরাসরি সাংসদ দেবের শরণাপন্ন হলেন নিখোঁজ নাবালিকার বাবা-মা। খড়ারের বাসিন্দা ওই দম্পতি এদিন বীরসিংহ এলাকায় সাংসদ দেব পৌঁছনোর পর তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যান। দেবকে কাছে পেয়েই পা জড়িয়ে কাঁদতে শুরু করেন নিখোঁজ নাবালিকার মা। তিনি বলেন, গত ১১ জুলাই থেকে আমাদের মেয়ে নিখোঁজ। ও খুব ভাল মেয়ে। ওকে দয়া করে খুঁজে দিন, আমরা চিরঋণী থাকব। ওই দম্পতিকে ফের সন্ধ্যায় যোগাযোগ করতে বলে দেন সাংসদ। তাঁদের একটি ফোন নম্বরও সাংসদ দেন বলে জানান ওই দম্পতি। তাঁরা এও জানান, গত ১১ জুলাই বিকেলে টিউশন পড়তে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় তাঁদের মেয়ে। এক যুবকের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তার সঙ্গেই সে পালিয়ে যায় বলে প্রাথমিক অনুমান। ইতিমধ্যেই ঘাটাল থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন তাঁরা। একবার দক্ষিণেশ্বর গিয়ে ঘুরেও এসেছেন। তাও খোঁজ মেলেনি। এবার তাই দেবের শরণাপন্ন হলেন তাঁরা। ঘাটাল কলেজে বৈঠক শেষে বুধবার বিকেল ৪টে নাগাদ বীরসিংহ গ্রামে পৌঁছে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মাল্যদান করেন দেব। এরপর সেখানে বৃক্ষরোপণও করেন। এর পর ত্রাণ বিলি করতে যাওয়ার পথেই খড়ার গ্রামের ওই মহিলা এসে তাঁর মেয়েকে ফিরে পাওয়ার জন্য সাংসদকে কাতর অনুনয় জানান। দেব আশ্বাস দিয়েছেন, খুব দ্রুত প্রশাসনের সহযোগিতায় তাঁর মেয়েকে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা নেবেন। সাংসদের আশ্বাসে কিছুটা স্বস্তি পেয়েছেন নিখোঁজ মেয়ের মা-বাবা।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

আমার বাংলা

31 July, 2025 • Thursday • Page 9 || Website - www.jagobangla.in

৯
৩১ জুলাই
২০২৫
বৃহস্পতিবার

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক নিগ্রহের পাশাপাশি বান্ধবীর ৪ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে সিভিক ভলান্টিয়ার পিন্টু দেবনাথকে গ্রেফতার করে বুধবার কৃষ্ণনগর জেলা আদালতে পেশ করে কোতোয়ালি থানার পুলিশ

বৈঠক, বৃক্ষরোপণ, ত্রাণ বিলি নিয়ে দিনভর নানা কর্মসূচিতে ব্যস্ত সাংসদ

জলমগ্ন ঘাটালে প্রশাসনিক বৈঠক-শেষে দেব
২ মাসে জমি নিয়ে মাস্টার প্ল্যানের বাকি কাজ

Smt. Mamata Banerjee
Meeting of District Level Implementation and Monitoring Committee
Ghatal Master Plan

■ ঘাটালে এসডিও অফিসে জলমগ্ন পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠকে সাংসদ দেব। রয়েছেন ডিএম, এসপি প্রমুখ। ডানদিকে, শ্যামসুন্দরপুরে ত্রাণ বিলি করছেন সাংসদ।

সংবাদদাতা, ঘাটাল : ঘাটালের মহকুমা শাসকের দফতরে প্রশাসনিক বৈঠক করলেন সাংসদ দীপক অধিকারী (দেব)। বুধবারের এই বৈঠকে সাংসদ ছাড়াও ছিলেন রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব এন এস নিগম, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের প্রধান সচিব সুরেন্দ্র গুপ্ত, জেলা পুলিশ সুপার ধৃতিমান সরকার, জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরি, জেলার মুখ্য স্বাস্থ্যকর্তা সৌম্যশংকর সারঙ্গী, মহকুমা শাসক সুমন বিশ্বাস-সহ বিডিও অফিসের আধিকারিকরা। প্রশাসনিক বৈঠক-শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সাংসদ দেব বলেন, ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনের সময় আমরা কথা দিয়েছিলাম ঘাটাল মাস্টার প্ল্যান করব। ইতিমধ্যেই ৫০০ কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে নতুন করে ডিজাইন তৈরি হয়েছে কাজ ও প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে। দু'মাসের মধ্যে জমি নেওয়ার কাজ শেষ হয়ে বাকি পদ্ধতিও শুরু হবে। মানুষ দীর্ঘ একমাসের উপর জলের মধ্যে রয়েছেন, এটা খুবই কষ্টকর। ঘাটালে সেপ্টেম্বর মাসে বেশি বৃষ্টি হয়। এ-বছর অনেক আগেই শুরু হয়েছে। যার ফলে মানুষ চরম সমস্যায় রয়েছেন। ইতিমধ্যেই ৬০%-এর উপর বন্যা হয়েছে। পাশাপাশি ডিভিসি বারবার জল ছাড়ছে। এদিন সাংসদ তাঁর মধ্যাহ্নভোজন সারেন দলীয় কার্যালয়ে। এরপর ঘাটাল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী মহাবিদ্যালয়ে গভর্নিং বডির বৈঠকে যোগ দেন। বিকেলে বীরসিংহ গ্রামে বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মালা দিয়ে শ্রদ্ধা জানান। শেষে শ্যামসুন্দরপুরে ত্রাণ বিলি করেন সাংসদ।

সোনার দোকানে চুরির কিনারা কয়েক ঘণ্টায়

সংবাদদাতা, বাঁকুড়া : সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বড়সড় চুরির কিনারা করল পুলিশ। ইন্দাসের ভাটপুকুরে একটি সোনার দোকানে চুরির ঘটনায় মূল অভিযুক্ত-সহ দু'জনকে গ্রেফতার ও চুরি যাওয়া সামগ্রী উদ্ধার করল ইন্দাস থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, অন্যান্য দিনের মতো সোমবার রাতেও ভাটপুকুর বাজারে নিজের সোনার দোকান বন্ধ করে দীঘলগ্রামে বাড়ি চলে যান শান্তনু দে। মঙ্গলবার সকালে দোকান খুলতে এসে দেখেন দেওয়াল ভেঙে ঢুকে বেশ কিছু রুপোর গয়না নিয়ে চম্পট দিয়েছে চোরের দল। স্থানীয় আকুই ফাঁড়িতে জানালে পুলিশ তদন্ত নেমে সিসিটিভি ফুটেজের সূত্র ধরে শেখ মনিরুল্লকে গ্রেফতার করে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চুরির দ্রব্য কেনার অভিযোগে বামনিয়া বাজারের এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকেও গ্রেফতার করে তার কাছ থেকে চুরি যাওয়া গয়না উদ্ধার করে পুলিশ। বিষ্ণুপুরের এসডিপিও সুপ্রকাশ দাস বলেন, বুধবার ধৃত দু'জনকেই পুলিশ বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে তোলা হয়।

■ নবম আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ কুমিতে সেরা ১০ বছরের অদ্রিজা ভট্টাচার্যকে বারাসতের সরোজিনী পল্লির বাড়ি গিয়ে বুধবার শুভেচ্ছা জানিয়ে উপহার তুলে দেন শহর তৃণমূল সভাপতি অরুণ ভৌমিক ও তৃণমূল নেত্রী নন্দিতা ভৌমিক।

অবৈধ সম্পর্কের জেরে বউদি খুন ১৩ বছর পর যাবজ্জীবন দেওরের

■ আসামি সমীরকে নিয়ে আদালতে পুলিশ।

সংবাদদাতা, দুর্গাপুর : রক্ত মাখা সেই রাত এখনও তাড়া করে বেড়ায় লাউদোহার লবনাপাড়ার মানুষকে। একজনের স্ত্রী, একজনের বউদি এক রাতেই নিথর হয়ে যান নিজের ঘরে। সেই ঘর, যেখানে ছিল সংসার, ভালবাসা আর বিশ্বাসঘাতকতা। ২০১২ সালের ২৮ জুন রাতের অন্ধকারে এই ঘরেই ঘটে নৃশংস খুন। বউদি-দেওরের অবৈধ সম্পর্ক থেকেই গড়ে ওঠে এক ভয়ঙ্কর অপরাধ। স্বামী রঞ্জিত মজুমদার ও দেওর সমীর মজুমদারের বিরুদ্ধে দায়ের হয় খুনের অভিযোগ। দু'জনেই গ্রেফতার হন। শুরু হয় ১৩ বছরের দীর্ঘ বিচারপর্ব। অবশেষে বুধবার দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা বিচারক রায় ঘোষণা করেন। স্বামী রঞ্জিত মজুমদার বেকসুর খালাস হলেও দেওর সমীর মজুমদারকে দোষী ঘোষণা করে সাজা দেওয়া হয় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। দুর্গাপুর মহকুমা আদালতের সরকারি আইনজীবী গোপাল কুণ্ডু জানান, সেই রাতে ওই মহিলা স্বামী ও দেওরের সঙ্গে ঘুমোচ্ছিলেন। কে খুন করেছে কেউ দেখেনি। মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছিল। শুধু এটুকুই চোখে পড়েছিল। কিন্তু সম্পর্ক, পরিস্থিতি, সন্দেহ—সবকিছু বিচার করে আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে।

নাবালিকা খুনে ধৃত প্রতিবেশী যুবতী

■ ধৃতকে থানায় নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ।

সংবাদদাতা, আসানসোল : কুলটি থানার নিয়ামতপুর ফাঁড়ির অন্তর্গত নিয়ামতপুর লাইনপাড় এলাকায় গত ৬ জুলাই থেকে এক নাবালিকা নিখোঁজ ছিল। দু'দিন পর বিকেলে এলাকার বাসিন্দা শুভম বাউরির বাড়ির পাশের একটি কুয়ো থেকে ওই নাবালিকার মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ামতপুর ফাঁড়ির পুলিশ। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তৎক্ষণাৎ গ্রেফতার করা হয় শুভম ও তার ভাইকে। মঙ্গলবার দুপুরে শুভম বাউরির বোনকেও আটক করে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ চালায় পুলিশ। কথায় অসঙ্গতি থাকায় তাকে পরে গ্রেফতার করে পুলিশ। বুধবার ধৃত যুবতীকে আসানসোল আদালতে তুলে তদন্তের স্বার্থে ৫ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন করা হয়।

■ ২৮ অগাস্ট তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে ঘাটাল সাংগঠনিক জেলায় দেওয়াল লিখন ও ব্যানার লাগানোর মধ্যে দিয়ে প্রচারের সূচনা হল বুধবার। জেলা সভাপতি সৈয়দ মিলুর নেতৃত্বে প্রায় একমাস ধরে চলবে প্রচারাভিযান।

২৮ শে আগস্ট
পরিষদের
ঐতিহাসিক
TMCP

দিনদুপুরে ফিল্মি কায়দায় ব্যবসায়ী অপহরণ একদল দুষ্কৃতীর

সংবাদদাতা, কোলাঘাট : প্রকাশ্য দিবালোকে এক ব্যবসায়ীকে গাড়িতে তুলে নিয়ে গিয়ে অপহরণের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট এলাকায়। জানা গিয়েছে, বর্ধমানের দেবীপুর মেমারির বাসিন্দা কৃশানু সামন্ত বুধবার সকালে জিঞ্জাদা এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা একটি বোলেরো গাড়িতে একদল দুষ্কৃতী এসে তাঁকে জোর করে গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। ওই ব্যবসায়ীর কাছে ৩ লক্ষ টাকা ভর্তি একটি ব্যাগ ছিল। স্থানীয় মানুষজন দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার-চেঁচামেচি শুরু করেন। এদিকে ওই সময় রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন কোলাঘাটের আবগারি দফতরের বড়বাবু রাহুল দাস। তিনি সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ঘুরিয়ে অপহরণকারীদের গাড়িটিকে ধাওয়া করেন। এদিকে দুষ্কৃতীরা বেগতিক বুঝে কোলাঘাটের দেউলবাড় এলাকায় ওই ব্যবসায়ীকে গাড়ি থেকে ঠেলে ফেলে দিয়ে পালায়। কোলাঘাট থানার পুলিশ খবর পেয়ে তল্লাশি শুরু করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই গাড়ি-সহ ড্রাইভারকে আটক করে। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। আহত ব্যবসায়ীর চিকিৎসা চলছে পাইকপাড়ি হাসপাতালে। উল্লেখ্য, বছরখানেক আগে একইভাবে জাতীয় সড়কে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে গুলি করে খুনের ঘটনা ঘটেছিল। ফের ব্যবসায়ীকে এই অপহরণের ঘটনা কোলাঘাটে।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

উল্টো করে ঝুলিয়ে মার হরিয়ানা পুলিশের, আতঙ্ক কাটেনি জুনেদের

সংবাদদাতা, রায়গঞ্জ: বাংলা বলার অপরাধ। উল্টো করে ঝুলিয়ে মার, পা ভেঙে গিয়েছে। শরীরের একাধিক জায়গায় চোট। এখনও আতঙ্ক। চোখ বুজলেই হরিয়ানার পুলিশের সেই অত্যাচারের ছবি ভেসে উঠছে। ঘুম আসছে না। রাজ্যের উদ্যোগে বাড়ি ফিরে অকথ্য অত্যাচারের কথা বললেন উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের মহঃ জুনেদ আলম। বুধবার ওই শ্রমিকের বাড়িতে যান মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। কথা বলেন জুনেদের সঙ্গে। অত্যাচারের কথা শুনে বিজেপির বিদ্বেষের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, বাংলার শ্রমিকদের ওপর এই অত্যাচারের জবাব সাধারণ মানুষ দেবে বিজেপিকে। এই প্রসঙ্গে উঠে আসে মালদহের চাঁচলের শ্রমিকের স্ত্রী ও শিশুপুত্রের প্রতি দিল্লি পুলিশের অমানুষিক অত্যাচারের কথাও। বিছানায় শুয়ে যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে জুনেদ বলেন, আর ভিনরাজ্যে কাজে যাব না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে আছেন। উল্লেখ্য, গোয়ালপোখরের গোয়াগাও ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা জুনেদ। বাড়ির সদস্যদের জন্য কাজ করতে যান ১৫ বছর আগে। ইদে বাড়ি আসেন। এরপরেই ফের গিয়েছিলেন হরিয়ানায়। এরপরই মেলে হরিয়ানা পুলিশের অত্যাচারের খবর। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে শ্রমিকদের ফেরাতে উদ্যোগ গ্রহণ করায় মন্ত্রী গোলাম রব্বানির তৎপরতায় মঙ্গলবার বাড়ি ফেরেন জুনেদ। বুধবার মন্ত্রী গোলাম রব্বানি পৌঁছে যান জুনেদের বাড়ি। কথা বলেন তাঁর সাথে। নির্মম এই অত্যাচারের কথা শুনে হতবাক হয়ে পড়েন মন্ত্রী। ভিনরাজ্যে বাঙালিদের উপর এই অত্যাচারের নিন্দা করেন তিনি। মন্ত্রী গোলাম রব্বানি জানান, বাংলায় কথা বলায় তিনদিন ধরে পুলিশ আটকে রেখে মারধর করে জুনেদকে। হাত-পা বেঁধে উল্টো করে রাখা হয়। গায়ের ওপর চড়ে বসে পুলিশ। পিটিয়ে ভেঙে ফেলা হয় তার পা। এর পর চিত করে তার মুখে প্রচুর জল ঢালে পুলিশ। শ্বাস রোধ হয়ে যায় তার। স্বীকার করতে বাধ্য করা হয় যে সে ভারতের নয়, বাংলাদেশের নাগরিক। সেই সময়ও নিজের রেশন কার্ড, আধার কার্ড, ভোটার কার্ড জমা করেছিলেন জুনেদ। কিন্তু কিছুই শোনা হয়নি। জুনেদ জানান তিনি কেন স্বীকার করবেন যে তিনি ভারতীয় না। ভারত সরকারের সব পরিচয়পত্র রয়েছে তাঁর। পরে মন্ত্রী গোলাম রব্বানি মুখ্যমন্ত্রীকে নাম ও প্রয়োজনীয় সব নথি পাঠান। কথা বলেন এডিজি, ডিজির সঙ্গে। রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপে হরিয়ানা পুলিশ ছাড়তে বাধ্য হয় তাঁকে। ভয়াবহ অভিজ্ঞতার কথা এদিন মন্ত্রীকে জানান তিনি। অপরদিকে মন্ত্রী গোলাম রব্বানি আরও জানান, জেলারই এক মহিলা পরিযায়ী শ্রমিককে পুশব্যাক করানোর জন্য ইতিমধ্যেই বহরমপুর নিয়ে যাওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবারই তিনি বহরমপুরে গিয়ে কথা বলবেন বলে জানান।

জুনেদকে দেখতে মন্ত্রী গোলাম রব্বানি। বুধবার।

আসল টার্গেট বাংলাভাষীরাই

প্রতিবেদন : উত্তর ২৪ পরগনার অশোকনগরের বাসিন্দা নাথুরাম বিশ্বাস। নির্মাণকাজের ঠিকাদার নাথুরাম। হরিয়ানায় নির্মাণকাজের ঠিকাদারি করেন। তাঁর কাছে ২৫-৩০ জন বাংলার বিভিন্ন জেলার শ্রমিক কাজ করেন। বিজেপি রাজ্যে অত্যাচারের কথা বলতে গিয়ে জানান, ওরা ধর্ম-টর্ম দেখছে না। বাঙালি বললেই ওদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে। আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, কিচ্ছু মানছে না। '৪৭-'৪৮ সালের কাগজ দেখতে চাইছে। না দেখাতে পারলেই এমন মারধর করছে যে হাসপাতালে ভর্তি হতে হচ্ছে। আতঙ্কে শ্রমিকরা রাজ্যে ফিরে আসার আর্জি জানিয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে।

উচ্চমাধ্যমিক নিয়ে আজ জরুরি বৈঠক

কোচবিহারে চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য।

সংবাদদাতা, কোচবিহার: সেমিস্টার পদ্ধতিতে পরীক্ষায় অন্য রাজ্যকে পথ দেখাচ্ছে বাংলা। ২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে সেমিস্টার মাধ্যমে দুটি পরীক্ষা হবে। বৃহস্পতিবার এই মিটিং হবে আলিপুরদুয়ার জেলায়। বুধবার কোচবিহারে শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য এই বিষয়ে জানিয়েছেন। এই নতুন ব্যবস্থায় দুটি ধাপে পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রথম ধাপের পরীক্ষা হবে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এবং দ্বিতীয় ধাপের পরীক্ষা হবে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে বুধবার কোচবিহার জেলাশাসকের দফতরে হয় এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের রাজ্য সভাপতি চিরঞ্জিত ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত জেলাশাসক, পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা ও কোচবিহারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।

রাজগঞ্জে দুটি রাস্তার শিলান্যাস

সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি: উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দফতরের পক্ষ থেকে প্রায় সাড়ে ৬ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ৫ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। রাজগঞ্জ ব্লকের সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের মহানপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আয়োজিত শিলান্যাস অনুষ্ঠানে রাস্তা দুটির কাজের উদ্বোধন করেন রাজ্যের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। সুখানি গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্ন্যাসীপাড়া পিডব্লুডি রাস্তা থেকে দালালপাড়া হয়ে কইমাড়ি পর্যন্ত পেভার ব্লকের রাস্তা নির্মাণ করা হবে। অন্যদিকে বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের হালুইপাড়া, বিশু সরকারের বাড়ি থেকে ভুতনিপাড়া পর্যন্ত রাস্তাও পেভার ব্লকের তৈরি হবে। ছিলেন মন্ত্রী বুলুচিক বড়াইক, বিধায়ক খগেশ্বর রায়, জেলা সভাপতি মহুয়া গোপ, বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায় প্রমুখ।

কেন্দ্রকে তোপ

সংবাদদাতা, মালদহ: গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের কাজ নিয়ে কেন্দ্র সরকারকে তুলোধোনা করলেন রতুয়ার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক সমর মুখার্জি। গঙ্গাভাঙন নিয়ে বরাবরই উদাসীন কেন্দ্র সরকার। তৃণমূল বিধায়কের অভিযোগ, গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধের দায়িত্ব কেন্দ্র সরকারের অথচ বারবার কেন্দ্র সরকার মালদহের গঙ্গাভাঙন প্রতিরোধে নিশ্চুপ ভূমিকা পালন করছে।

বেঙ্গল সাফারিতে দুই বাঘ শাবকের জন্ম

সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: ফের নতুন অতিথির খবর বেঙ্গল সাফারি পার্কে। খুশির খবর শোনাল সাফারি কর্তৃপক্ষ। চলতি মাসেই দুই রয়্যাল বেঙ্গল শাবকের জন্ম হয়েছে পার্কে। শিলা ও বিভান দম্পতি দুই শাবকের জন্ম দেয় বলে জানিয়েছে সাফারি পার্ক কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, ২৪ সালের ১২ এপ্রিল একসঙ্গে পাঁচ শাবকের জন্ম দিয়েছিল মা বাঘিনি শিলা। নতুন দুই অতিথির আগমনে বেঙ্গল সাফারি পার্কে বাঘের সংখ্যা বেড়ে হল ১৫টি। চলতি মাসেই দুই রয়্যাল বেঙ্গল শাবকের জন্ম হয়েছে পার্কে। এই নিয়ে পঞ্চমবার মা হল শিলা। এর আগে ১১টি শাবকের জন্ম দিয়েছে শিলা। তবে সদ্যোজাত দুই রয়্যাল বেঙ্গল শাবককে এখনই প্রকাশ্যে আনা হবে না। তাদের নাইট শেল্টারে আলাদা করে রাখা হয়েছে। মাসখানেক পর তাদের এনক্লোজারে ছাড়া হবে বলে জানিয়েছেন বেঙ্গল সাফারি পার্কের সহকারী অধিকর্তা অভিষেক চৌধুরী।

রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার প্রজননে পুরো দেশের পাশাপাশি বিশ্বের চিড়িয়াখানার মধ্যে নজির স্থাপন করেছে বেঙ্গল সাফারি পার্ক। বেঙ্গল সাফারি পার্কের জয়জয়কার ভিন রাজ্যেও। পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এখন পুরোপুরি সুস্থ শিলা। কয়েকদিন আগেই শিলা জন্ম দেয় দুই শাবকের। তারা এখন সুস্থ। ২৪ ঘণ্টা নজরদারির পর নাইট শেল্টার এবং আলাদা এনক্লোজারে তাদের দেখভাল করছে পার্ক কর্তৃপক্ষ।

মুখোশ খুলে দিল তৃণমূল

(প্রথম পাতার পর) করেছেন সাজনুরেরা। গোটা ঘটনায় বিজেপিকে তুলোধোনা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিন দলের তরফে বিজেপি ও তাদের দলদাস পুলিশের ন্যক্কারজনক ভূমিকার কড়া সমালোচনা করেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ও মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। সাংসদ সামিরুল ইসলাম ও মালদার নেত্রী মৌসম নুর ব্যাখ্যা করেন অসহায় মানুষগুলোর এখন ভয়ানক অবস্থা।

এদিন ঘটনার বর্ণনা করে সাজনুর বলেন, দিল্লির পাঞ্জাবনগর, শ্রীরামচক এলাকায় যেখানে তাঁর পরিবার ২৫ বছর ধরে রয়েছে, সেখানে আচমকা হাজির হয় চার ব্যক্তি। আধার কার্ড দেখানো সত্ত্বেও দাবি করা হয় তাঁকে বাংলাদেশি বলে। সেই সময় সাজনুরের স্বামী মোক্তার খান কর্মসূত্রে বাইরে ছিলেন। হুমকি দিয়ে সেইদিন চলে গেলেও পরের দিন দুই পুরুষ ও দুই মহিলা এসে দাবি করে তারা পুলিশের লোক। জোর করে দেড় বছরের সন্তান-সহ সাজনুরকে অজ্ঞাত-নির্জন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। জোর করে বাংলাদেশি দাবি করে যারা সাজনুর ও তাঁর সন্তানকে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধর করে তারা নিজেদের পুলিশ বলেও দাবি করেছিল, জানান নির্যাতিতা। চাপ দেওয়া হয় 'জয় শ্রীরাম' বলতে। সাজিনুর তা বলতে অস্বীকার করলে তাঁর পেটে লাথি মারা হয়। ছিনিয়ে নেওয়া হয় সন্তানকে। শিশুর কানে এত জোরে মারা হয় যে তার কান থেকে রক্ত বের হয়। শিশুটি পড়ে গিয়ে মাথায় চোটও পায়। পরিচয় ভাঁড়ানো দুষ্কৃতীরা কেড়ে নেয় সাজনুরের ফোন। এরপরই দাবি করা হয় ২৫ হাজার টাকা। কোনওমতে দুষ্কৃতীদের ফোন থেকে স্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করলে মোক্তার ও তাঁর মা অর্থাৎ সাজনুরের শাশুড়ি টাকার জোগাড় করে সেই জায়গায় পৌঁছন। টাকা নিয়ে সাজনুর ও তাঁর সন্তানকে ছেড়ে দেয় দুষ্কৃতীরা। পরে স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে ঘরে ফিরলে মোক্তার ও তাঁর পরিবারকে আটক করে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ তখন তাঁদের মধুবিহার থানায় নিয়ে যায়। পুলিশের লকআপে নতুন করে শুরু হয় অত্যাচার। সেখানেও সন্তানকে ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চলে মায়ের থেকে। বারবার 'বাংলাদেশি' বলে ভয় দেখানো হয়। তার থেকেও মারাত্মক বর্ণনা করেন সাজিনুর। তিনি জানান, পুলিশ বিভিন্ন ধরনের কাগজে তাঁদের স্বাক্ষর করিয়ে নেয়। সাজনুর এদিন স্পষ্ট জানিয়েছেন, বিজেপি যে ফুটেজ দেখিয়েছে তা অর্ধেক। তাঁদের তুলে নিয়ে যাওয়া, মারধর ও টাকা নেওয়ার ফুটেজ দেখানো হয়নি। মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের প্রশ্ন, এঁদের কাছে এমন কথাও শুনলাম যেখানে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও বাংলাদেশি বলা হয়েছে! আমরা যাঁরা বাংলায় কথা বলি, তাঁরা ভারতীয় কি ভারতীয় নয়, সেই ব্যাখ্যা অমিত শাহ ও নরেন্দ্র মোদির কাছে দাবি করি। বিজেপির সরকার কঠোরপন্থী ভাবধারায় ভারতকে ভাঙার চেষ্টা চালাচ্ছে। বাংলার মানুষ কখনওই সেই অভিসন্ধি সফল হতে দেবে না। তাঁর সংযোজন, দিল্লি পুলিশ বারবার একটা অন্যায় করার পরে সেটাকে ধামাচাপা দিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা চালিয়েছে। দিল্লি থেকে ওরা যখন পালিয়ে আসছিল দিল্লি পুলিশের চক্রান্ত ভেদ করে, তখন আমরা ওদের নিয়ে রেখেছি। মালদহে পৌঁছে দেব। সেই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ওঁদের যা প্রয়োজন তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে। তৃণমূল রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজ মাধ্যমে জানিয়েছিলেন কীভাবে দিল্লির উপকণ্ঠে সন্ত্রাস চলছে বাংলাভাষী ভারতীয়দের উপর, সারা দেশে বিজেপি-শাসিত রাজ্যে যে অত্যাচার চলছে তা এতটাই ঘৃণ্য ও নিম্নরুচির জায়গায় চলে গিয়েছে। এরপরে বিজেপির কয়েকজন বলার চেষ্টা করেছে সেটা নাকি ভুল। দিল্লির পুলিশকে দিয়ে বলানো হচ্ছে সেটা নাকি ভুল! আমরা জানাচ্ছি সেই পরিবারটি আমাদের কাছে সব সত্য প্রকাশ করেছেন। দিল্লি পুলিশের আরও কীর্তি ফাঁস করে কুণাল বলেন, সামিরুল ইসলাম ও মৌসম বেনজির নুর তাঁদের প্রাণ বাঁচিয়ে পালিয়ে আসা বলতে যা বোঝায় সেভাবে ফিরিয়ে এনেছেন। এদিন সকালে মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের কাছে এসে পৌঁছন। প্রথমে অত্যাচার করেছে। তারপরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদ করেছেন, সঙ্গে সঙ্গে হুমকি শুরু হয়ে গিয়েছে, এগুলো তোমরা বাইরে বলবে না।

হরিয়ানা: রিপোর্ট পেশ মুখ্যমন্ত্রীকে

(প্রথম পাতার পর) মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পাঠিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের পাঁচ সদস্যের সংসদীয় দল। বাংলার সাংসদদের পেয়ে হরিয়ানায় বসবাসকারী মুর্শিদাবাদ, কোচবিহার, মালদহ-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার বাঙালি শ্রমিকরা জানান, প্রতিদিনই তাঁরা কীভাবে পুলিশি হেনস্থার সম্মুখীন হচ্ছেন। তাঁদের পোশাক খুলিয়ে মধ্যযুগীয় বর্বরতার নিদর্শন রাখছে পুলিশ। বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি নাগরিক বলে দেগে দেওয়া হচ্ছে। বৈধ আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, ড্রাইভিং লাইসেন্স দেখার পরেও থামছে না পুলিশের অত্যাচার। শ্রমিক পরিবারগুলির অভিযোগ, যে গাড়িতে পুলিশ আধিকারিক ও জওয়ানরা আসছেন সেইসব গাড়ির নম্বর প্লেট নেই, অথচ গাড়িতে নীল বাতি লাগানো আছে! থানায় নিয়ে গিয়ে অকথ্য অত্যাচার করা হচ্ছে। সেসব কথাই তৃণমূলের পাঁচ সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বাপি হালদার, প্রকাশ চিক বরাইক, শর্মিলা সরকার ও মমতাবালা ঠাকুরের কাছে জানান তাঁরা। তা রিপোর্ট আকারে মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে। এরপর নির্দেশ পেলেই এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে দরবার করবে তৃণমূল।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

পাহাড় থেকে গড়িয়ে বিশাল পাথরের চাঁই পিষে দিল সেনার গাড়িকে। প্রাণ হারালেন এক লেফটেন্যান্ট কর্নেল-সহ দুই সেনাকর্মী। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ৩ জওয়ান। বুধবার লাদাখের ঘটনা

সংসদে চূড়ান্ত অসভ্যতা বিজেপির

মণিপুর গেলেন না কেন মোদি, তৃণমূল প্রশ্ন তুলতেই মারমুখী গেরুয়া সাংসদ

প্রতিবেদন: লোকসভায় অভূতপূর্ব অসভ্যতা এবং গুন্ডামি বিজেপির। বিশ্বভ্রমণের সময় পেলেও গত আড়াই বছরে প্রধানমন্ত্রী একবারের জন্য অগ্নিগর্ভ মণিপুরে গেলেন না কেন, এই প্রশ্ন তুলতেই তৃণমূলের ডেপুটি লিডার কাকলি ঘোষদস্তিদারকে নজিরবিহীন ভাষায় আক্রমণ করলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। মারতে ছুটে গেলেন প্রবীণ তৃণমূল সাংসদকে। মণিপুর নিয়ে ২ ঘণ্টার বিশেষ আলোচনায় রাষ্ট্রপতি শাসনের মেয়াদ বৃদ্ধির ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানিয়ে অবিলম্বে সেখানে ভোটের দাবি জানিয়ে বুধবার লোকসভায় সরব হন কাকলি। আসলে অশান্ত মণিপুরে শান্তি ফেরাতে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সরকারের চরম ব্যর্থতা লোকসভায় চোখে আঙুল দিয়ে তৃণমূল দেখিয়ে দিতেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল বিজেপি। লাগামছাড়া অসভ্যতা এবং গুন্ডামি করে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ করতে চাইল তারা। তৃণমূলের ডেপুটি লিডার ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদারের দিকে রীতিমতো মারমুখী মেজাজে তেড়ে গেলেন বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করলেন সৌমিত্র। বুধবার বিজেপির সাংসদের এই অসভ্যতায় স্তম্ভিত বিরোধীপক্ষের সাংসদরা। তাঁদের মিলিত প্রতিরোধে অবশ্য রণেভঙ্গ দিলেন সৌমিত্র। বিজেপি সাংসদের তাণ্ডবে বিরক্ত হয়ে সভা মুলতুবি করে দিতে বাধ্য হন প্যানেল চেয়ারপার্সন কুমারী শৈলজা। কড়া ভাষায় সতর্ক করলেন সৌমিত্রকে। ডাঃ কাকলি ঘোষদস্তিদার মণিপুর নিয়ে মোদির ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে মনে করিয়ে দেন, দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূল প্রতিনিধি দল মণিপুরে অশান্তি শুরু হওয়ার পরেই ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে। অথচ প্রধানমন্ত্রী বারবার এড়িয়ে গেছেন মণিপুর সফর। এটা সত্যি অত্যন্ত লজ্জার বিষয়।

অষ্টম পে কমিশন, হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিল তৃণমূল

প্রতিবেদন: হাটে হাঁড়ি ভাঙল তৃণমূল। অষ্টম অর্থ কমিশন নিয়ে হাওয়ায় বিভিন্নরকম বক্তব্য ভাসিয়ে দিচ্ছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। আদতে সেই সব রটনা যে অর্থমন্ত্রকের তরফে ফাঁকা আওয়াজ, তা ফাঁস হল অর্থমন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরীর উত্তরে। ঝুলি থেকে বিড়াল বেরিয়ে প্রকাশ হয়ে গেল যে এখনও অষ্টম পে কমিশনের কমিটি বা চেয়ারপার্সন কে হবে, তারই কোনও নির্দিষ্ট ধারণা নেই খোদ অর্থমন্ত্রকের। তৃণমূল সাংসদ সাগরিকা ঘোষের প্রশ্নের উত্তরে এই উত্তরই জানালেন মন্ত্রী পঙ্কজ। অর্থাৎ জুলাই মাসে যে মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা হওয়ার আশা করছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীরা, তাঁদের আশায় আপাতত জল। তৃণমূল সাংসদ প্রশ্ন করেছিলেন, কেন্দ্রের সরকার অষ্টম অর্থ কমিশন গঠনের জন্য কোনও নির্দিষ্ট দিন ধার্য করেছে কি না। উত্তরে কেন্দ্রের মন্ত্রী জানান, অর্থ কমিশন গঠনের জন্য স্টেক হোল্ডার থেকে মতামত চাওয়া হয়েছে। যথাসময়ে সেই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে। সাগরিকার প্রশ্ন ছিল, অষ্টম অর্থ কমিশনের চেয়ারপার্সন কে হবেন বা সদস্য কারা হবেন, সেই নাম কি চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে? যদি হয়ে গিয়ে থাকে তবে তাঁদের নামের তালিকা বা নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি কোথায়? সদুত্তর দিতে পারেনি কেন্দ্র। বোঝা গেল সবটাই ফাঁকা আওয়াজ।

অপারেশন সিঁদুর ইস্যুতে বিজেপিকে কোণঠাসা করার পর

এসআইআর নিয়ে সংসদে মোদির মুখোশ খুলতে নামল তৃণমূল

প্রতিবেদন: এসআইআর প্রত্যাহারের দাবিতে বুধবারও সংসদ উত্তাল করল তৃণমূল-সহ বিরোধী দলগুলি। সংসদ চত্বরে মিছিল করে এবং ধরনা দিয়ে বিরোধীরা বুঝিয়ে দিলেন নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রশ্নে নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপির বিরুদ্ধে তাঁরা অনড় এবং এককাট্টা। দাবি না মেটা পর্যন্ত তাঁদের প্রতিবাদ আন্দোলন চলবে।

অপারেশন সিঁদুর ইস্যুতে সরকারের মুখোশ খুলে দেওয়ার পরে আবার ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের ইস্যুতে মোদি সরকারের রাজনৈতিক প্রতিহিংসার স্বরূপ সংসদে তুলে ধরতে দৃঢ়সঙ্কল্প বিরোধী শিবির। এই ইস্যুতে একজোট বিরোধী শিবিরের নেতৃত্ব দিচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবার আগে ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। দলনেত্রীর দেখানো পথেই সংসদের বাদল অধিবেশনে লোকসভা ও রাজ্যসভাতে সরকারের অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদরা। এবার অপারেশন সিঁদুর বিতর্ক শেষ হওয়ার পরে সেই ইস্যু নিয়েই সংসদ কাঁপাবেন তৃণমূল-সহ গোটা বিরোধী শিবিরের সাংসদরা, বুধবার এমনই দাবি জানানো হয়েছে ইন্ডিয়া জোট সূত্রে। খুব শীঘ্রই তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে নিবিড় সমীক্ষা প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের মুখ্য কার্যালয়ে ঘেরাও কর্মসূচি গ্রহণ করা হতে পারে। এই জোটের সদস্য না হলেও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দল আম আদমি পার্টি বিরোধীদের সঙ্গেই আছে বলে জানানো হয়েছে দলের তরফে।

ভোট চুরি বন্ধ করো
STOP VOTE LOOT

উল্লেখ্য, বুধবার লোকসভা এবং রাজ্যসভা, দুটি কক্ষেই বিরোধী সাংসদরা ওয়েলে নেমে নির্বাচন কমিশনের পরিচালিত 'সার' প্রত্যাহার করার দাবি জানান। এর পরে সংসদ চত্বরে ধরনা প্রদর্শনও করেন তাঁরা। এই ধরনায় অংশ নেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন, লোকসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ, সুস্মিতা দেব, প্রতিমা মণ্ডল প্রমুখ। ধরনা সমাবেশে সরকারের বিরুদ্ধে লাগাতার স্লোগান দেন বিরোধী শিবিরের সাংসদরা। মোদি সরকারের তীব্র সমালোচনা করে লোকসভা সাংসদ ও মুখ্য সচেতক কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, নিবিড় সমীক্ষা নিয়ে মোদি সরকারের স্বেচ্ছাচারিতা মানব না। যা ইচ্ছে তাই সহ্য করব না। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার সাগরিকা ঘোষ বলেন, নির্বাচন কমিশন যা করছে তা পুরোপুরি অগণতান্ত্রিক। এই ভাবে স্বাধীন দেশের নাগরিকদের ভোটাধিকার ছিনিয়ে নেওয়া যায় না। আমরা সরকারের এই পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক আন্দোলন করব।

অপারেশন সিঁদুর, রাজ্যসভায় এলেনই না মোদি

প্রতিবেদন: অপ্রিয় সত্যের মুখোমুখি হওয়ার ভয়? সেইজন্যই কি হাজিরা এড়ালেন মোদি? বুধবার রাজ্যসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় হাজিরই হলেন না প্রধানমন্ত্রী। প্রতিবাদে ওয়াক আউট করলেন বিরোধীরা। ফাঁকা সভাতেই ভাষণ দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদদের কটাক্ষ, সংসদকে অপমান করছেন প্রধানমন্ত্রী। একই অভিযোগে সোচ্চার অন্যান্য বিরোধী দলের সাংসদরাও। প্রতিবাদে রাজ্যসভায় ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দোলা সেন, সুস্মিতা দেব, কংগ্রেস, সপা, আপ সাংসদরা। বিরোধী সাংসদের অভিযোগ, বিএসি বৈঠকে স্থির হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী সিঁদুর আলোচনায় রাজ্যসভায় উপস্থিত থাকবেন, কিন্তু সরকার হাউসকে বিভ্রান্ত করছে। সিঁদুর আলোচনায় বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তর দিতেই লোকসভায় দিশাহারা হয়েছে মোদি সরকার। সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় মোদি সরকারের দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায়, পহেলগাঁও সন্ত্রাস হামলার দায় মাথা পেতে স্বীকার করছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। যুদ্ধবিরতিতে ট্রাম্পের ভূমিকার প্রশ্নেও লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী অবলীলায় সত্য আড়াল করেছেন। যা নিয়ে সরব বিরোধীরা। লোকসভার পর রাজ্যসভায় পহেলগাঁও জঙ্গি হামলা গোয়েন্দা ব্যর্থতার কথা স্বীকার করেননি প্রধানমন্ত্রী। বুধবার রাজ্যসভায় এই নিয়ে সুর চড়ান তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন। বিজেপিকে মানবিকতাহীন দল বলে আখ্যা দেন তিনি। তাঁর মন্তব্য, বিরোধীদের প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে রুচিহীন রাজনীতি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এই নারকীয় হামলায় ২৬ জন নিরীহ মানুষের প্রাণনাশ নিয়ে দুঃখপ্রকাশ করতে দেখা যায়নি তাঁকে। ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা অনেক তথ্য এড়িয়ে গেছেন, যা অত্যন্ত লজ্জার, বলেন দোলা। অথচ ২৬/১১ হামলায় তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। মোদি সরকারকে কটাক্ষ করে বলেন তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন।

রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেবের প্রশ্ন, পহেলগাঁও ইন্টেলিজেন্স ব্যর্থতার পরেও গোয়েন্দা প্রধানকে বরখাস্ত করা হল না কেন? যুদ্ধবিরতি নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের মধ্যস্থতার সত্য আড়াল করা হচ্ছে কেন?

মধ্যপ্রদেশে প্রতিদিন ধর্ষিতা ৭ তফসিলি মহিলা

প্রতিবেদন: বিজেপি রাজ্যের অবস্থা দেখুন। মুখে নারী নিরাপত্তার বুলি আওড়ায়, বলে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও-এর কথা। আর ডবল ইঞ্জিন সরকারের রিপোর্টই বলছে, বিজেপির রাজ্যে নারী নিরাপত্তার লেশমাত্র নেই। বিজেপির মধ্যপ্রদেশে প্রতিদিন গড়ে সাতজন তফসিলি জাতি ও উপজাতি মহিলা ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন। বিরোধী দলের বিধায়ক আরিফ মাসুদের তোলা এক প্রশ্নের জবাবে খোদ বিজেপি সরকার প্রকাশ করেছে এই চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে, এসসি-এসটি সম্প্রদায়ের মহিলারা মোট ৭,৪১৮টি ধর্ষণের মামলা নথিভুক্ত করেছেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় এই তথ্য-পরিসংখ্যান উপস্থাপন করেছে। নিজেদের প্রকাশ করা নথিই বলছে, তফসিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলাদের উপর শারীরিক ও যৌন নিগ্রহের কী হারে ঘটেছে বিজেপি রাজ্যে! গত তিন বছরে রাজ্যে প্রতিদিন গড়ে সাতজন দলিত বা আদিবাসী মহিলা ধর্ষিতা হয়েছেন। শুধু ধর্ষণেই শেষ নয় এই নারী নির্যাতনের চিত্র। দলিত ও আদিবাসী সম্প্রদায়ের ৫৫৮ জন মহিলাকে হত্যা করা হয়েছে। ৩৩৮ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। পারিবারিক হিংসা এবং যৌন হয়রানির ভয়াবহতা প্রকাশ করে বিজেপির রাজ্যে মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা নেই। ১,৯০৬ জন এসসি-এসটি মহিলা পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

MADHYA PRADESH
বলছে সরকারি রিপোর্ট

আমলাদের চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি সাংসদ দেবের প্রশ্নে নিরুত্তর কেন্দ্র

প্রতিবেদন: লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ দীপক অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, গত পাঁচ বছরে অবসর গ্রহণের পর কতজন আইএএস, আইপিএস এবং আইআরএস অফিসারের চাকরির মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে, পদ, বছর এবং ব্যক্তিভিত্তিক বিস্তারিত তথ্য? প্রশ্নের জবাব পাওয়া গেল না। লিখিত জবাবে কেন্দ্রীয় কর্মী, জন অভিযোগ এবং পেনশন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের প্রতিমন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং জানিয়েছেন, অবসর গ্রহণের পর চাকরির মেয়াদ বৃদ্ধি শুধুমাত্র ব্যতিক্রমী পরিস্থিতিতে, জনস্বার্থে, সর্বভারতীয় পরিষেবার কর্মকর্তাদের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়। এটি সর্বভারতীয় পরিষেবা (মৃত্যু-সহ অবসরকালীন সুবিধা) নিয়মাবলি, ১৯৫৮ ও প্রাসঙ্গিক নিয়মাবলিতে উল্লিখিত বিধান অনুসারে করা হয়।

দেশ বিদেশ

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

নগদকাণ্ডে নাম জড়ানো বিচারপতি যশবন্ত ভার্মা আগে কেন অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টের বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হননি? তা নিয়ে বুধবার প্রশ্ন তুলল সুপ্রিম কোর্ট

১ অগাস্টের ডেডলাইন দিয়ে ২৫ শতাংশ শুল্কের হুমকি!

'বন্ধু' ভারতকে ছাড় দিতে নারাজ ট্রাম্প

প্রতিবেদন: ফের চাপের রাজনীতি ট্রাম্পের। আর এবার ভারতকে নিজেদের শর্তে রাজি করাতে শুল্ক-হুঁশিয়ারি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করেছেন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি যদি ১ অগাস্টের মধ্যে চূড়ান্ত না হয়, তাহলে ভারতীয় পণ্যের উপর ২৫ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হতে পারে। ট্রাম্প সিএনএন-এর এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ঘোষণা করেন যে দেরি করলে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ শুল্ক ভারতকে দিতে হতে পারে। পরে নিজের ট্রুথ সোশ্যালেও একই হুমকি দেন তিনি।

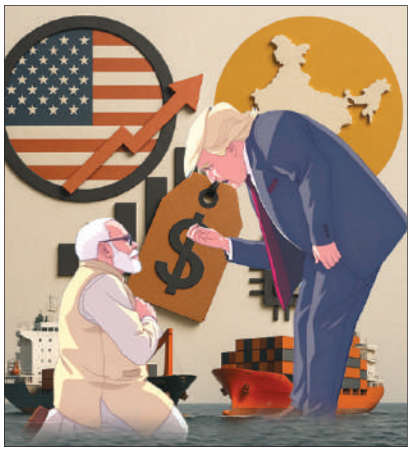

ট্রাম্প বলেন, ভারতীয়রা আমার বন্ধু। কিন্তু তার পাশাপাশি তারা অনেক সুবিধাও নিচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে বেশ কয়েক মাস ধরে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা চললেও এখনও তা চূড়ান্ত হয়নি। ট্রাম্প দীর্ঘদিন ধরেই মার্কিন পণ্যের জন্য ভারতের বাজারে অধিক প্রবেশাধিকার দাবি করে আসছেন। এই ধরনের দাবি তিনি অন্যান্য বাণিজ্য আলোচনাতেও করে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি জেমিসন গ্রিয়ার বলেন, চুক্তি এগিয়ে নিতে আরও আলোচনা প্রয়োজন। সিএনবিসিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে গ্রিয়ার জানান, ভারত তাদের বাজারের কিছু অংশ খুলে দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়েছে। আমরাও আলোচনা চালিয়ে যেতে প্রস্তুত, তবে দেখতে হবে তারা কতটা এগোতে চায়। যদিও আলোচনায় নির্দিষ্ট কোনও অচলাবস্থার বিষয় প্রকাশ্যে আসেনি, তবে উভয় পক্ষের কর্মকর্তারা মতবিরোধ মেটানোর আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

গত সপ্তাহে ভারতের বাণিজ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ১ অগাস্টের আগেই একটি সমঝোতা হতে পারে। এই ১ অগাস্ট ছিল ট্রাম্পের নিজস্ব নির্ধারিত সময়সীমা। এর আগেও চলতি বছরের ২ এপ্রিল ট্রাম্প ২৬ শতাংশ হারে ভারতীয় পণ্যে শুল্ক আরোপ করেন, যাকে তিনি বলেছিলেন 'পারস্পরিক' বাণিজ্যিক চুক্তির অংশ। যদিও কিছুদিন পর সেই শুল্ক কার্যকরের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়। ট্রাম্প এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতকে শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়ে কোনও চিঠি পাঠাননি, যেমনটি তিনি সম্প্রতি আরও কিছু দেশের ক্ষেত্রে করেছেন। কিন্তু নানা ফোরামে ভারতকে শুল্ক-হুঁশিয়ারি দিয়েই চলেছেন। মার্কিন প্রেসিডেন্টের সাম্প্রতিক মন্তব্য ইঙ্গিত দিচ্ছে, চুক্তি না হলে ভারত হয়তো পরবর্তী লক্ষ্য হতে পারে। বিশেষত, রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ বহাল রাখায় নয়াদিল্লির উপর খাপ্পা ট্রাম্প।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের বাণিজ্য সম্পর্কের মধ্যে একটি বড় অসমতা রয়েই গিয়েছে। ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভারত থেকে আনুমানিক ৮৭.৪ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে, যেখানে ভারত প্রায় ৪১.৮ বিলিয়ন ডলারের পণ্য আমদানি করেছে আমেরিকা থেকে। ফলে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ৪৫.৭ বিলিয়ন ডলারের বাণিজ্য ঘাটতি তৈরি হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের মধ্যে প্রধান ছিল ওষুধ, যোগাযোগ প্রযুক্তি যন্ত্রপাতি (যেমন স্মার্টফোন), এবং পোশাক। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্প প্রশাসনের কঠোর অবস্থান ভারতীয় রফতানিকারকদের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে, বিশেষত যেসব খাত মার্কিন বাজারের উপর নির্ভরশীল। তবে আলোচনার দরজা এখনও খোলা রয়েছে এবং দুই দেশ পারস্পরিক স্বার্থে সমঝোতার পথ খুঁজবে বলেই ওয়াকিবহাল মহলের আশা।

নির্বাচন কমিশনের কীর্তি

এবার রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেটে ট্রাক্টরের নাম

প্রতিবেদন: বিহারে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হতে না হতেই নজিরবিহীন সব ঘটনা ঘটছে। প্রথমের 'ডগ বাবু'কে বাসিন্দার শংসাপত্র দেওয়ার পর এবার সেই তালিকায় জুড়ে গেল ট্রাক্টরের নাম! শুনতে হাস্যকর লাগলেও এটাই সত্যি। এবার একটি ট্রাক্টরের নামে রেসিডেন্সিয়াল সার্টিফিকেট ইস্যু করেছে বিহার সরকার! গোটা বিষয়টি নিয়ে তোপ দেগেছে তৃণমূল কংগ্রেস। একযোগে বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছে ঘাসফুল শিবির। যেখানে প্রকৃত নাগরিকরা ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন, সেখানে কিনা ট্রাক্টরের নাম উঠে আসছে ভোটার তালিকায়। এই ঘটনা কি নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতার উপর প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিচ্ছে না?

চলতি বছরের শেষের দিকে বিহারের বিধানসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। তার আগে বিজেপির কথামতো ভোটার তালিকা সংশোধন করতে মহাব্যস্ত কমিশন। এই তার কাজের নমুনা। যেখানে ন্যায্য ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দিয়ে কুকুর, ট্রাক্টর—এই সব নাম উঠে আসছে কমিশনের তালিকায়। এটা গণতন্ত্র আর মানুষের অধিকার নিয়ে ছেলেখেলা নয়? এই ঘটনা আসলে প্রমাণ করে দিল ভোটার যাচাই ব্যবস্থার নামে এই মুহূর্তে যা যা শুরু হয়েছে সবটাই কেন্দ্রের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে এক ট্যুইট করে বলা হয়েছে, 'আগে কুকুর, এবার ট্র্যাক্টর। দু'জনকেই বিহার সরকার বাসিন্দার শংসাপত্র দিয়েছে। এই সার্টিফিকেটগুলোকেই প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করছে নির্বাচন কমিশনের কর্মসূচি, যেখানে ইতিমধ্যেই লাখো গরিব ও প্রান্তিক মানুষের নাম নির্বিচারে ভোটার তালিকা থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে।' বাংলার শাসক দলের তরফ থেকে এই ট্যুইট আসার পর ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নির্বাচন কমিশনকে এক হাত নিয়েছেন নেটপাড়ার বাসিন্দারা। রাজনৈতিক মহলের একাংশ বলছে, এবার গরু-ছাগলের নামেও ভোটার কার্ড বেরোলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বিজেপি সরকারের আমলে নির্বাচন কমিশনের আসল রূপ। মানুষ এর জবাব দেবে।

কেন্দ্রীয় অনুদান সীমিত, মালার প্রশ্নে জানাল কেন্দ্র

প্রতিবেদন: বর্তমানে দেশে ৫.৪৩ লক্ষ ন্যায্যমূল্যের দোকান (ফেয়ার প্রাইস শপ) রয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আছে ২০,৪৭৬। সবথেকে বেশি ফেয়ার প্রাইস শপ আছে উত্তরপ্রদেশে, ৭৯২১৬। বুধবার লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মালা রায়ের লিখিত প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য দিয়েছেন কেন্দ্রীয় খাদ্য ও গণবণ্টন মন্ত্রণালয়ের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিমুবেন জয়ন্তীভাই বাম্বানিয়া। তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের প্রশ্নের জবাবে রাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, জাতীয় খাদ্যসুরক্ষা আইন, ২০১৩-এর অধীনে লক্ষ্যযুক্ত জনবিতরণ ব্যবস্থা কেন্দ্র (টিপিডিএস) রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকারগুলির যৌথ দায়িত্বে পরিচালিত হয়। ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলির লাইসেন্স প্রদান, তাদের কার্যকারিতা তত্ত্বাবধান ও পর্যবেক্ষণ-সহ সমস্ত অপারেশনাল দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত সরকারের উপর ন্যস্ত। টিপিডিএস (নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০১৫-এর ধারা ৯-এর উপ-ধারা (৭) অনুযায়ী, রাজ্য সরকার ন্যায্যমূল্যের দোকানের মালিকের জন্য একটি নির্দিষ্ট মার্জিন নির্ধারণ করবে। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় সরকার খাদ্যশস্যের পরিবহণ ও হ্যান্ডলিং এবং ডিলার মার্জিনের জন্য সহায়তা প্রদান করলেও এই সহায়তা নিয়মাবলীতে নির্দিষ্ট করা হারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। রাজ্য সরকারগুলি যদি প্রকৃত ব্যয় বা ডিলারদের জন্য উচ্চতর মার্জিন নির্ধারণ করে, তবে কেন্দ্রীয় সহায়তা কম হওয়ায় রাজ্যগুলির উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা চাপবে। এই সীমাবদ্ধতা রাজ্যগুলিকে ডিলারদের পর্যাপ্ত সহায়তা প্রদানে নিরুৎসাহিত করতে পারে, যার ফলে দীর্ঘমেয়াদে ফেয়ার প্রাইস শপ -এর কার্যকারিতা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে।

ন্যায্যমূল্যের দোকান

মহাকাশে পাড়ি দিল নিসার

ভারত–মার্কিন যৌথ উদ্যোগ

প্রতিবেদন: আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন থেকে ভারতীয় নভশ্চর শুভাংশু শুক্লার প্রত্যাবর্তনের পরপরই ফের এক নয়া মহাকাশ মিশন ঘিরে উৎসাহ তুঙ্গে। বুধবার বিকেল পাঁচটায় শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপণ হল নিসার উপগ্রহ। ভারত ও আমেরিকার যৌথ উদ্যোগে নির্মিত এই কৃত্রিম উপগ্রহই বিশ্বের প্রথম উপগ্রহ, যা একইসঙ্গে এল-ব্যান্ড ও এস-ব্যান্ড রেডার ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবহার করে পৃথিবীর ভূপৃষ্ঠ ও পরিবেশগত পরিবর্তনের বিশ্লেষণ করবে। প্রায় দুই হাজার আটশো কেজি ওজনের এই উপগ্রহকে জিএসএলভি-এফ১৬ রকেটের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে ৭৪৩ কিলোমিটার উচ্চতায় একটি সান-সিনক্রোনাস কক্ষপথে স্থাপন করা হবে। এই উচ্চপ্রযুক্তির উপগ্রহ দিন ও রাত, যে কোনও আবহাওয়ায় ছবি তুলতে সক্ষম। এমনকী মাটির কয়েক মিলিমিটার পরিবর্তনও ধরতে পারবে নিসার। এর ফলে জলবায়ু পরিবর্তন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, হিমবাহ গলন, বনাঞ্চলের রূপান্তর এবং বাস্তুতন্ত্রের উপর নজরদারিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এটি। এই প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে দুই দেশের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা। এল-ব্যান্ড রেডার সরবরাহ করেছে নাসা এবং এস-ব্যান্ড রেডার তৈরি করেছে ইসরো। এই যৌথ প্রযুক্তির মাধ্যমে উপগ্রহে যুক্ত হয়েছে ডুয়াল ফ্রিকোয়েন্সি রেডার, যা নিসারকে করেছে এই শ্রেণির প্রথম এবং বিশেষ ধরনের উপগ্রহ। ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে নিসার কাজ শুরু করবে না। সম্পূর্ণরূপে সক্রিয় হতে প্রায় নব্বই দিন সময় লাগবে। তার পরই পৃথিবী জুড়ে পর্যবেক্ষণ চালাবে এই উপগ্রহ। নিসার প্রকল্পের সূচনা হয় ২০১৪ সালে ভারত-আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি চুক্তির মাধ্যমে। দীর্ঘ এক দশক ধরে চলেছে সফটওয়্যার ও যন্ত্রাংশের যৌথ গবেষণা ও নির্মাণ। এই প্রকল্প শুধুমাত্র মহাকাশ প্রযুক্তির অগ্রগতির নিদর্শন নয়, একইসঙ্গে ভারত-আমেরিকার বৈজ্ঞানিক সহযোগিতারও এক নতুন অধ্যায়।

ভারতে ঢোকার চেষ্টা, ২ পাক জঙ্গিকে খতম করল সেনা

প্রতিবেদন: ফের জম্মু ও কাশ্মীরে খতম জঙ্গিরা। পুঞ্চে নিয়ন্ত্রণরেখা পেরিয়ে ভারতে ঢুকেছিল ২ পাক জঙ্গি। বুধবার কাসালিয়ান এলাকায় ভোরের আলো ফোটার আগেই জঙ্গিদের নিকেশ করল ভারতীয় সেনা। দুই জঙ্গিই লস্কর সদস্য। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁদের পরিচয় প্রকাশ করেনি ভারতীয় সেনা। তল্লাশি অভিযান চলছে। অতিরিক্ত জওয়ান মোতায়েন রয়েছে ওই এলাকায়।

কাশ্মীরে সন্ত্রাসের বীজ নতুন করে বপন শুরু করেছে পাকিস্তান। সেই লক্ষ্যপূরণে জঙ্গিদের ভারতে ঢোকাতে সক্রিয় লস্কর। তবে ভারতীয় সেনাও ভীষণভাবে সক্রিয়। সিডিএস চৌহান বলেই দিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়নি। চলছে। সেনাদের ২৪ ঘণ্টা সক্রিয় থাকতে হবে।

বেঙ্গালুরুতে আল কায়দার জঙ্গি সন্দেহে ধৃত মহিলা

প্রতিবেদন: দেশ জুড়ে পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি নেটওয়ার্ক গুঁড়িয়ে দিতে তৎপরতা বাড়াচ্ছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। সেই অভিযানের সূত্রে বুধবার বেঙ্গালুরু থেকে গ্রেফতার করা হল এক মহিলাকে। মনে করা হচ্ছে, তিনি পাকিস্তানি জঙ্গি সংগঠন আল-কায়দার সদস্য। গুজরাত পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড জানায়, গ্রেফতার হওয়া ওই মহিলার নাম সামা পারভিন (৩০)। তিনি আদতে ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। গত তিন বছর ধরে ভাইয়ের সঙ্গে বেঙ্গালুরুতে একটি ভাড়া বাড়িতে থাকছিলেন। গুজরাতের স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী হর্ষ রমেশভাই সাংভি বুধবার সাংবাদিক সম্মেলনে সামার গ্রেফতারির কথা জানান। তাঁর কথায়, পাকিস্তান তো বটেই, দেশের অন্দরেও সক্রিয় রয়েছে সন্ত্রাসবাদী চক্র। তাই দেশ জুড়ে গোয়েন্দা নজরদারি আরও জোরদার করা হয়েছে। এটিএস সূত্রের খবর, সামা পারভিন দীর্ঘদিন ধরেই অনলাইনে বিভিন্ন মৌলবাদী গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং আল কায়দার মতাদর্শে প্রভাবিত ছিলেন। তাঁর মোবাইল ফোন থেকে একাধিক পাকিস্তানি আধিকারিকের নম্বর পাওয়া গিয়েছে। নিয়মিত যোগাযোগ রাখতেন পাকিস্তান থেকে পরিচালিত বিভিন্ন চ্যানেলের সঙ্গেও।

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি ব্লকের মধুপুর। ছোট্ট গ্রাম। শাল-মহুয়ার জঙ্গলে ঘেরা। বর্ষায় সেজে ওঠে অপরূপ সাজে। ঘুরে আসতে পারেন

ঘুরে আসুন
রিকিসুম

কালিম্পংয়ের রিকিসুম। যেমন মিষ্টি নাম, তেমনই মিষ্টি জায়গা। রংবাহারি নানা ফুলে ঢেকে থাকে পাহাড়ি গ্রামটি। আশেপাশেও আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। ঘুরে আসা যায়। লিখলেন **অংশুমান চক্রবর্তী**

বর্ষায় দুর্গম হয়ে ওঠে পাহাড়ি রাস্তা। যদিও বৃষ্টির মরশুমে ঢেউ খেলানো পাহাড় আরও সুন্দরী হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে মায়াবী। একটু ঝুঁকি নিয়ে এই সময় বেড়াতে গেলে রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হওয়া যায়। অন্য রাজ্যে নয়, বৃষ্টিদিনে ঘুরে আসতে পারেন আমাদের রাজ্যের একটি অসাধারণ হিল স্টেশনে। কালিম্পংয়ের রিকিসুম। যেমন মিষ্টি নাম, তেমনই মিষ্টি জায়গা। পেডং থেকে ৮ কিলোমিটার এবং কালিম্পং থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে পাহাড়ে প্রায় ৬ হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত।

নির্জন নিরিবিলি রিকিসুম হল ফুলের উপত্যকা। রংবাহারি নাম না জানা নানা পাহাড়ি ফুলে ঢেকে থাকে গ্রামটি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এখান থেকে দেখা যায় টাইগার হিল। রিকিসুম থেকে সূর্যোদয়ের দৃশ্য মনের মধ্যে গেঁথে যায়। পাইন গাছের জঙ্গল আর ঝিরঝিরে হাওয়ায় মন ভাল হতে বাধ্য।

পাহাড়ের রূপ প্রতিটি ঋতুতেই এক-এক রকম। রিমঝিম বর্ষায় রিকিসুম হয়ে ওঠে উদ্দাম কিশোরীর মতো। এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ৩৬০ ডিগ্রি রূপ দেখতে পাওয়া যায়। যদিও বর্ষার সময় কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা পাওয়া যাবে কিনা সেটা নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। তবে মেঘের খেলা দেখতে পাওয়া যায় সবুজ পাহাড় জুড়ে। ভুটান পাহাড়ের একাধিক চূড়াও দেখা যায়। ভাগ্য ভালো থাকলে তবেই পাহাড়ের শৃঙ্গগুলোর দেখা মিলবে। কিছুটা দূরে তিস্তা নদী। তবে বর্ষার তিস্তা এড়িয়ে চলাই ভাল। দেখতে হবে চঞ্চলা ঝর্নার সৌন্দর্য। অ্যাডভেঞ্চারপ্রেমীরা ট্রেক করেন। অনেকেই থাকেন তাঁবু খাটিয়ে। যদিও বর্ষায় কিছুটা বিপজ্জনক। বিয়ের পর অনেকেই রিকিসুমে মধুচন্দ্রিমার জন্য আসেন।

অবস্থানগত কারণে রিকিসুমের উপরে বাড়তি নজর ছিল ইংরেজ শাসকদের। এখানে তাদের একটা বাংলো ছিল। কথিত আছে, ১৯০২ সালে তৈরি হয়েছিল বাংলোটি। তবে পরবর্তী সময় এই বাংলোর একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বর্তমানে বাংলোর ধ্বংসস্তূপ দেখতে পাওয়া যায়।

রিকিসুমের আশেপাশে আছে বেশকিছু বেড়ানোর জায়গা। তারমধ্যে অন্যতম কুয়াশা ও মেঘে ঢাকা পাইন গাছে ঘেরা লাভা। গ্রামটি রিকিসুম থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৭০১৬ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত। ভূটানের সঙ্গে বাণিজ্যের পুরনো পথের মধ্যে অবস্থিত গ্রামটি রয়েছে ২৩৫০ মিটার উচ্চতায়। প্রকৃতি উপভোগ ও পাখি দেখার জন্য বিখ্যাত লাভা। নেওরাভ্যালি ন্যাশনাল পার্কে ওঠার সূচনাবিন্দুও। শিলিগুড়ি থেকে সেবক ব্রিজ পেরিয়ে ডামডিম-গরুবাথান হয়েও লাভা যাওয়া যায়। উন্নত ও সুব্যাপ্ত কাঞ্চনজঙ্ঘার রুপোলি মুকুট লাভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। মূল শহর ছাড়িয়ে জঙ্গলের নিরিবিলি পথে ঘুরে বেড়ালেও মন তরতাজা হয়ে উঠবে।

প্রায় সাড়ে আট হাজার ফুট উচ্চতায় লেপচা-অধ্যুষিত গ্রাম রিশপ। বেড়ানোর দারুণ জায়গা। রিকিসুম থেকে ৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। পাহাড়ের ধাপে ধাপে নানা রকমের ফুলে ঢাকা ছোট্ট সাজানো গ্রাম। রিশপ শব্দের অর্থ ‘পাহাড়ের মাথায় একলা গাছে’। ঢাল বেয়ে চাষের জমি দেখতে অপূর্ব লাগে। রিশপকে ঘিরে রয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাব্রু, সিনিয়ালচু, পান্ডিম-সহ নানান শৃঙ্গ। সারা রিশপে সবসময় অদ্ভুত নিস্তব্ধতা ছড়িয়ে থাকে। জঙ্গলের মধ্যে ট্রেক করে যাওয়া যায় দেড় কিলোমিটার দূরের টিফিনদাঁড়া ভিউপয়েন্ট।

রিকিসুম থেকে ঘুরে আসা যায় কোলাখাম। ২১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। অপূর্ব নিসর্গ নিয়ে কোলাখাম পর্যটকদের স্বাগত জানাতে তৈরি। আকাশ পরিষ্কার থাকলে, চোখ মেললে সামনে দেখা যায় তুষারধবল কাঞ্চনজঙ্ঘা। কোলাখাম থেকে যে রাস্তাটি চলে গেছে লাভার দিকে, তার প্রায় সবটাই গিয়েছে নেওড়া ভ্যালি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে। এই রাস্তা ধরে এগোলে চোখে পড়ে অজস্র পাখি। ডার্ক সাইডেড ফ্লাই ক্যাচার, রুফাস সিবিয়া, গ্রিন-ব্যাকড টিট ইত্যাদি। সন্ধেবেলা কোলাখাম থেকে দেখা যায় আলো-ঝলমলে রিশপ। মনে হয় অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে অজস্র উজ্জ্বল হীরকখণ্ড। ছাঙ্গে ঝর্নার উদ্দেশ্যে যেতে হবে ঘন জঙ্গল চিরে। কানে আসবে জলপ্রপাতের প্রবল শব্দ। ৩০০ ফুট উঁচু থেকে ঝাঁপ দিয়েছে জলধারাটি। সবমিলিয়ে রিকিসুম-ভ্রমণ মনের মধ্যে অদ্ভুত আনন্দের জন্ম দেবে। বৃষ্টিদিনে ঘুরে আসতে পারেন।

কীভাবে যাবেন?

রিকিসুম থেকে কাছের বিমানবন্দর হল বাগডোগরা। কাছের স্টেশন বলতে নিউ জলপাইগুড়ি। রিকিসুম থেকে দূরত্ব প্রায় ৯০ কিলোমিটার। সরাসরি গাড়ি ভাড়া করে যাওয়া যায়। না হলে কালিম্পং পর্যন্ত এসে সেখান থেকে শেয়ার গাড়িতে যাওয়া যায়। আসার পথে চারপাশের দৃশ্য পথের ক্লান্তি ভুলিয়ে দেবে।

কোথায় থাকবেন?

রিকিসুমে প্রচুর হোমস্টে রয়েছে। খরচ মোটামুটি নাগালের মধ্যে। আগে থেকে বুকিং করে গেলেই ভাল। থাকা এবং খাওয়ার কোনও অসুবিধা হবে না। অবশ্যই ট্রাই করবেন লোকাল ফুড। স্থানীয়রা সহজ-সরল। যে কোনও প্রয়োজনে বাড়িয়ে দেয় সহযোগিতার হাত।

মাঠে ময়দানে
31 July, 2025 • Thursday • Page 14 || Website - www.jagobangla.in
জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

বাংলাদেশের পেসার তাসকিন আহমেদের বিরুদ্ধে মারধর ও হুমকির অভিযোগ

অলিম্পিক ক্রিকেটের নিয়ম নিয়ে বিতর্ক

লস অ্যাঞ্জেলেস, ৩০ জুলাই : দীর্ঘ ১২৮ বছর পর অলিম্পিকে ফিরতে চলেছে ক্রিকেট। ২০২৮ লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিকে ২২ গজের ব্যাট-বলের যুদ্ধ দেখা যাবে। কিন্তু সেখানে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে! জানা গিয়েছে, ছ'দলীয় ক্রিকেট হবে লস অ্যাঞ্জেলেসে। ছ'টি পুরুষ দল ও ছ'টি মহিলা দল। প্রতিটি মহাদেশের সেরা দলকে নিয়ে টুর্নামেন্ট করতে চাইছে আলিম্পিক কমিটি। তাতে সম্মতি দিয়েছে আইসিসিও। অর্থাৎ, এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং ওশেনিয়া থেকে একটি করে দল অলিম্পিক ক্রিকেটে খেলবে। কিন্তু যোগ্যতা অর্জনের মাপকাঠি কী হবে? আয়োজক হিসাবে আমেরিকা খেলবেই। আইসিসি র‍্যাঙ্কিং অনুযায়ী, এশিয়া থেকে ভারত, ওশেনিয়া থেকে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং ইউরোপ থেকে ইংল্যান্ড অলিম্পিক ক্রিকেটের যোগ্যতা অর্জন করবে। বাকি রইল একটি জায়গা। সেই জায়গা পূরণ করা হতে পারে ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কোনও একটি দলকে দিয়ে। কিন্তু এই নিয়মে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ড বাদ পড়তে পারে। ফলে যোগ্যতা অর্জনের নিয়ম নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে।

শীর্ষে অভিষেক

দুবাই : বিরাট কোহলি ও সূর্যকুমার যাদবের পর তৃতীয় ভারতীয় হিসাবে আইসিসি টি-২০ ব্যাটারদের ক্রমতালিকার শীর্ষে অভিষেক শর্মা। বুধবার প্রকাশিত তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেডকে টপকে এক নম্বরে উঠে এসেছেন অভিষেক। ২৪ বছর বয়সী বাঁ হাতি ব্যাটার ভারতের হয়ে এখনও পর্যন্ত ১৭টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। ২টি সেঞ্চুরি-সহ রান করেছেন ৫৩৫। সদ্যপ্রকাশিত তালিকায় অভিষেকের রেটিং পয়েন্ট ৮২৯। দ্বিতীয় স্থানে নেমে যাওয়া হেডের ৮১৪। তিন নম্বরে রয়েছেন আরেক ভারতীয় তিলক ভার্মা। ষষ্ঠ স্থানে সূর্যকুমার। এদিকে, আইসিসি টেস্ট অলরাউন্ডারদের শীর্ষস্থান নিজের দখলে রেখেছেন রবীন্দ্র জাদেজা। আটধাপ এগিয়ে ১৩তম স্থানে উঠে এসেছেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

পয়া কুর্তা, মেরির গানে ট্রফি দিব্যার

নাগপুর, ৩০ জুলাই : নাগপুরের বাড়িতে তাঁর জন্য অপেক্ষায় পরিবার ও শুভানুধ্যায়ীরা। রাজকীয় অভ্যর্থনার প্রস্তুতি চলছে। নাগপুরের ১৯ বছরের তরুণী দিব্যা দেশমুখ ইতিহাস গড়েছেন প্রথম ভারতীয় হিসেবে ফিডে মহিলা বিশ্বকাপ জিতে। একইসঙ্গে দেশের ৮৮তম গ্র্যান্ডমাস্টারও হয়েছেন। ইতিহাস গড়ার পর শুভেচ্ছায় ভাসছেন দিব্যা। এখনও মেসেজের উত্তর সবাইকে দিতে পারেননি।

কেরিয়ারে প্রথমবার ৫০ হাজার ডলারের মতো মোটা অঙ্কের পুরস্কারমূল্য জিতেছেন বিশ্বসেরা হয়ে। কিন্তু ট্রফি জয়ের ৪৮ ঘণ্টা পরেও বিশ্বাস করতে পারছেন না, সত্যিই দেশের এক নম্বর মহিলা দাবাড়ুকে ফাইনালে হারিয়ে বিশ্বকাপ জিতেছেন। গোটা টুর্নামেন্টে তাঁর সাফল্যের রহস্য কী? কীভাবে নিজেকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন? দিব্যা বলছেন, সারাদিন আমার অনেকটা সময় নিয়ে নেয় দাবা। অন্য কিছু করা বা অন্য খেলা খুব একটা দেখার সুযোগ হয় না। তবে ফুটবল এবং টেনিস মাঝেমধ্যে দেখি। তবে এখানে টুর্নামেন্টের সময় মেরি কম এবং মিলখা সিং মুভির গানগুলো শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। গান চালিয়ে রিল্যাক্স করেছি, ঘুমিয়েছি। নিজেকে তরতাজা রেখে ম্যাচের আগে উদ্দীপ্ত থাকার চেষ্টা করেছি।

ভক্তরা তাঁর গোলাপি প্রিন্টেড কুর্তায় মজে গিয়েছে। দিব্যা ফাঁস করলেন, তাঁর কুর্তার 'মাহাত্ম্য'। বললেন, আমার জন্য পয়া পোশাক। টুর্নামেন্টে প্রতিটি টাইব্রেকারের সময় এই পোশাকই পরেছি এবং সব ক'টি জিতেছি। দিব্যা চান, এখন শুধুই বিশ্রাম নিতে। চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ুর কথায়, আপাতত আলাদা কোনও পরিকল্পনা নেই। গ্র্যান্ডমাস্টারের নর্ম পাওয়ার চাপও সরে গিয়েছে। পরের টুর্নামেন্ট সেপ্টেম্বরে। কয়েকদিন ভাল ঘুম আর শপিং তালিকায় নজর দেব। আর হ্যাঁ, অবশ্যই মানুষ এবং খেলোয়াড় হিসেবে একইরকম থাকতে চাই।

নির্বাসন কাটিয়ে আজ মাঠে ফিরছেন মেসি

অনুশীলনে ফুরফুরে মেজাজে মেসি।

ফ্লোরিডা, ৩০ জুলাই : অলস্টার ম্যাচ না খেলার জন্য মেজল লিগ সকার কর্তৃপক্ষ তাঁকে শাস্তি দিয়েছিল এক ম্যাচ নির্বাসিত করে। ফলে সিনসিনাটি বিরুদ্ধে লিগে মাঠে নামতে পারেননি। ইন্টার মায়ামিরও গোলশূন্য ড্র করেছিল।

সেই শাস্তির মেয়াদ কাটিয়ে বৃহস্পতিবার ফের মাঠে ফিরছেন লিওনেল মেসি। লিগস কাপে ইন্টার মায়ামির প্রতিপক্ষ মেক্সিকোর ক্লাব অ্যাটলাস। তার আগে অনুশীলনে রীতিমতো চনমনে মেজাজে আর্জেন্টাইন মহাতারকা। নিবিড় প্র্যাকটিসের ফাঁকে সতীর্থদের সঙ্গে হাসিঠাট্টাও করতে দেখা গিয়েছে মেসিকে। ইন্টার মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাসচেরানো মনে করেন, এই শাস্তি শাপে বর হয়েছে। টানা ম্যাচ খেলার ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে বাড়তি উদ্যমে মাঠে নামবেন তাঁর সেরা অস্ত্র। মাসচেরানোর বক্তব্য, আমি নিশ্চিত, লিও মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছে। ওর নির্বসনের শাস্তি আমাদের পছন্দ হয়নি। তবে প্রতিটি খারাপ বিষয়েরও কিছু ভাল দিক থাকে। লিও একটা বিশ্রাম প্রাপ্য ছিল। যেটা ও পেয়ে গিয়েছে। এবার বাড়তি উদ্যমে লিগস কাপ ও লিগের ম্যাচগুলো খেলতে পারবে।

৩৮ বছর বয়সি মেসি আবার এই মুহূর্তে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন। নির্বাসিত হওয়ার আগে শেষ ছ'টি ম্যাচের পাঁচটিতেই জোড়া গোল করেছিলেন। মেসির সঙ্গে নির্বাসিত হওয়া দলের আরেক তারকা ফুটবলার জর্জি আলবাকেও এই ম্যাচে পাচ্ছে ইন্টার মায়ামি। ফলে জয় ছাড়া অন্য কিছুই ভাবছেন না মাসচেরানো।

লখনউয়ে পণ্ডিত সঙ্গী অরুণও

প্রতিবেদন : চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের পর কলকাতা নাইট রাইডার্স ছাড়লেন বোলিং কোচ ভরত অরুণ। সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজি লখনউ সুপার জায়ান্টসের বোলিং কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিচ্ছেন তিনি। কেকেআর বা লখনউ কোনও তরফেই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয়নি। তবে লখনউ ফ্র্যাঞ্চাইজি সূত্র নিশ্চিত করেছে, টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন বোলিং কোচের নতুন চুক্তির খবর। জোর চর্চা, লখনউয়ে যোগ দিচ্ছেন গতকালই কেকেআর ছাড়া চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতও।

ফ্র্যাঞ্চাইজির এক সূত্র বলেছেন, ভরত অরুণ দু'বছরের চুক্তিতে সই করে দিয়েছেন এলএসজি-র সঙ্গে। গত আইপিএল শেষ হওয়ার পরই তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছিল। লখনউ টিমের কোচিং স্টাফে অরুণ আসায় মেন্টর জাহির খানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। শোনা যাচ্ছে, মেন্টর জাহিরকে নাও রাখতে পারে লখনউ। হেড কোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারকেও সরিয়ে দেওয়া হতে পারে গত দুই মরশুমে ব্যর্থতার কারণে। দু'বারই সাত নম্বরে শেষ করে লখনউ। গতবার কেকেআর পয়েন্ট টেবলে শেষ করে আট নম্বরে।

২০২২ থেকে চার বছর কেকেআরে ছিলেন অরুণ। বোলিং কোচ হিসেবে ২০২৪-এ ট্রফি জেতা ছাড়া বিশেষ কোনও কৃতিত্ব নেই তাঁর। বরং তাঁর অধীনে অন্তত দু'টি মরশুমে কেকেআর বোলারদের পারফরম্যান্স প্রশ্নের মুখে পড়েছে। কোচিং স্টাফে বাকি দুই সদস্য ব্যাটিং কোচ অভিষেক নায়ার ও মেন্টর ডোয়েন ব্র্যাভোকে নিয়ে সিদ্ধান্ত এখনও নেয়নি কেকেআর।

এগোলেন লক্ষ্য, প্রণয়ের বিদায়

ম্যাকাও, ৩০ জুলাই : ম্যাকাও ওপেন সুপার ৩০০ ব্যাডমিন্টন ওপেনের প্রথম রাউন্ডে সহজ জয় পেলেন লক্ষ্য সেন। তবে বুধবারই প্রথম রাউন্ড থেকে ছিটকে গেলেন এইচ এস প্রণয়। আরেক ভারতীয় আয়ুষ শেঠি অবশ্য নিজের ম্যাচ জিতেছেন।

লক্ষ্য কোর্টে নেমেছিলেন দক্ষিণ কোরিয়ার জিওন হিউক জিনের বিরুদ্ধে। কোরিয়ান প্রতিদ্বন্দ্বীকে ২১-৮, ২১-১৪ সরাসরি গেমে উড়িয়ে দিয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডের ছাড়পত্র আদায় করে নেন লক্ষ্য। অন্যদিকে, প্রণয়ের প্রতিপক্ষ ছিলেন ইন্দোনেশিয়ার ইয়োহানেস মার্সেলিনো। প্রথম গেম প্রণয় জিতলেও, পরের দুটো গেম হেরে বিদায় নিলেন। তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি ম্যাচ ভারতীয় শাটলার হেরে যান ২১-১৮, ১৫-২১, ১৬-২১ ফলে। আরেক ভারতীয় আয়ুষ শেঠি ২১-১০, ২১-১১ গেমে হারিয়েছেন চিনা তাইপের হুয়াং য়ু কাইকে।

এদিকে, মেয়েদের সিঙ্গলসের প্রথম রাউন্ডে হেরে গিয়েছেন আনমোল খার্ব। থাইল্যান্ডের বুসানান ওংবামরুফানের বিরুদ্ধে ২১-২৩, ১১-২১ গেমে হেরে যান আনমোল। তবে চমক দিয়েছেন আরেক ভারতীয় রক্ষিতা রামরাজ। ১৮ বছর বয়সি ভারতীয় শাটলার তিন গেমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর, ১৮-২১, ২১-১৭, ২২-২০ ফলে হারিয়েছেন বিশ্বের ৩৫ নম্বর থাই শাটলার পর্ণপিচা চোইকিওংকে।

গত এক দশকে ভারতীয় ক্রিকেটের সব থেকে প্রভাবশালী ক্রিকেটার বিরাট কোহলি। জানালেন শাস্ত্রী

মাঠে ময়দানে

সামনে মহামেডান, সতর্ক মোহনবাগান

আজ ডুরান্ডে যুবভারতীতে মিনি ডার্বি

প্রথম ম্যাচে মোহনবাগানের নেতৃত্বে বিশাল। যুবভারতীতে অনুশীলনে। পাশে মহামেডানের প্রস্তুতি।

প্রতিবেদন : মহামেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে ডুরান্ড কাপে অভিযান শুরু করছে গতবারের রানার্স মোহনবাগান। ম্যাচ সন্ধ্যা ৭টায়। মিনি ডার্বিতে দু'দলই বিদেশিহীন। তবে ইনভেস্টর সমস্যা এবং ট্রান্সফার ব্যানের ধাক্কায় বিপর্যস্ত মহামেডানের সঙ্গে কোনও তুলনাই চলে না মোহনবাগানের। মোহনবাগান তাদের সেরা ভারতীয় স্কোয়াড নিয়েই ডুরান্ডে প্রথম দু'টি ম্যাচ খেলবে। গ্রুপের শেষ ম্যাচের আগে হয়তো অধিকাংশ বিদেশিই শহরে এসে অনুশীলনে যোগ দেবেন। প্রথম ম্যাচে মহামেডানের বিরুদ্ধে নামার আগে মোহনবাগান পাবে না সাহাল আব্দুল সামাদ ও শুভাশিস বোসকে। মনবীর সিংয়ের খেলা নিয়েও সংশয়। তবে অভিষেক হতে পারে টেকচাম অভিষেক সিংয়ের। হেড কোচ জোসে মোলিনা শহরে আসার আগে প্রথম দু'টি ম্যাচে মোহনবাগানের ডাগ আউটে থাকবেন সহকারী কোচ বাস্তব রায়। ম্যাচের আগের দিন তিনি জানিয়েছেন, সকালে মনবীরের ফিটনেস দেখে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে কোনও ঝুঁকি নিতে চান না।

প্রথম ম্যাচে ডায়মন্ড হারবারের কাছে হারলেও মহামেডানকে যথেষ্ট সমীহ করছে সবুজ-মেরুন শিবির। কোচ বাস্তব বললেন, মহামেডান একটা ম্যাচ খেলে ফেলেছে। আমরা প্রথম ম্যাচ খেলব। ওরা প্রথম ম্যাচে দুর্দান্ত লড়াই করেছে। মোহনবাগানের বিরুদ্ধে দ্বিগুণ উৎসাহে খেলবে। মহামেডান টিম গেম খেলছে। তাই সতর্ক থাকতে হবে। একটা দল গ্রুপ থেকে নক আউটে যাবে। তাই সব ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। মোলিনা না থাকলেও তাঁর পরামর্শ নিয়েই দল নামাবেন বাস্তব। ফলে স্প্যানিশ কোচের রণনীতিতেই রক্ষণ সামলে আক্রমণে যেতে চান বাগান কোচ। প্রথম ম্যাচে মোহনবাগানকে নেতৃত্ব দেবেন গোলকিপার বিশাল কাইথ। তিনি বললেন, অধিনায়কত্বের চাপ নেই। বরং নিজের সেরাটা দিয়ে দলকে সাফল্য এনে দিতে চান।

মহামেডান কোচ মেহরাজউদ্দিন ওয়াডু বললেন, আগের ম্যাচের ভুল মোহনবাগানের বিরুদ্ধে করতে চাই না। আমরা প্রচুর সুযোগ তৈরি করছি। আশা করছি ডার্বিতেও সুযোগ তৈরি করব এবং ম্যাচে ভাল ফল করব। এদিকে, ১ অগাস্ট থেকে মোহনবাগান নিজেদের মাঠে অনুশীলন করতে পারবে। আপুইয়ার হাতে এদিন বর্ষসেরার ট্রফি দুলে দিল মোহনবাগান।

প্রস্তুতি ম্যাচে জোড়া গোল মিগুয়েলের

প্রতিবেদন : সাউথ ইউনাইটেডকে পাঁচ গোল দিয়ে ডুরান্ড কাপে অভিযান শুরু করেছে ইস্টবেঙ্গল। ৬ অগাস্ট পরের ম্যাচে নামধারী এফসি-র বিরুদ্ধে নামার আগে নিজেদের আরও ভালভাবে গুছিয়ে নেওয়ার সময় পেয়ে গিয়েছে অস্কার ব্রুজোর দল। সেই লক্ষ্যে বুধবার ভবানীপুর ক্লাবের বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলল ইস্টবেঙ্গল। সেখানে ৪-২ গোলে জেতে অস্কারবাহিনী। পরের ম্যাচের আগে বিভিন্ন কম্বিনেশন পরখ করে নিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ।

স্বস্তির ব্যাপার, ম্যাচে নতুন দুই বিদেশি মিগুয়েল দামাসেনো ও হামিদ আহদাদ গোল পেলেন। জোড়া গোল মিগুয়েলের। একটি গোল করেন হামিদ এবং অপরটি দিমিত্রিয়স দিয়ামানতাকোসের। দু'দিন আগে অনুশীলনে যোগ দিয়ে মরোক্কান স্ট্রাইকার হামিদের গোল পাওয়া স্বস্তি দিতে পারে লাল-হলুদ কোচকে।

কাফা কাপে ভারত : সুনীল ছেত্রীদের নতুন কোচের প্রথম পরীক্ষা হতে চলেছে মধ্য এশিয়া ফুটবল ফেডারেশন আয়োজিত নেশনস কাপে। যা কাফা কাপ নামেও পরিচিত। উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান যৌথভাবে টুর্নামেন্টের আয়োজক। শুরু ২৯ আগস্ট। চলবে ৮ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। গ্রুপ 'বি'-তে শক্তিশালী ইরান, তাজিকিস্তান এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে রয়েছে ভারত। ২৯ আগস্ট তাজিকিস্তান ম্যাচ দিয়ে টুর্নামেন্ট শুরু সুনীলদের। ১ সেপ্টেম্বর প্রতিপক্ষ ইরান। গ্রুপের শেষ ম্যাচ ৪ সেপ্টেম্বর আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে।

পিচ নিয়ে তোপ পাঠান, অশ্বিনের

লন্ডন, ৩০ জুলাই : পিচ কিউরেটর লি ফোর্টিসের সঙ্গে গৌতম গম্ভীরের বচসা নিয়ে বিতর্ক কমার লক্ষণ নেই! এবার কিউরেটরের বিরুদ্ধে দ্বিচারিতার অভিযোগ তুললেন ইরফান পাঠান। মুখ খুলেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিনও। দাবি, বিতর্ক ভারতীয় দলকে তাতিয়ে দেবে। আর তাতে আখেরে ক্ষতি ইংল্যান্ডের। মঙ্গলবার গম্ভীর-সহ ভারতীয় কোচিং স্টাফদের আড়াই মিটার দূর থেকে পিচ দেখতে বললেও, ইংল্যান্ডের কোচ ব্রেন্ডন ম্যাকালামের সঙ্গে ফোর্টিসের পিচের মাঝখানে দাঁড়িয়ে গল্প করার ছবি ভাইরাল হয়েছিল। সেটা পুরনো ছবি কি না, তা নিয়ে চর্চা হলেও, বুধবার দেখা গেল, নেট শুরুর আগে ইংল্যান্ডের ব্যাটাররা দিব্যি পিচের মাঝখানে দাঁড়িয়ে শ্যাডো করে গেলেও। তখন পিচ কিউরেটর বা কোনও মাঠকর্মীকে দেখা যায়নি। যা নিয়ে ইরফানের সাফ কথা, ইংল্যান্ডের ক্রিকেটাররা পিচের মাঝখানে দাঁড়াতে পারে। অথচ ভারতের কোচকে নিষেধ করা হয়! এই দ্বিচারিতা মেনে নেওয়া যায় না। ইরফান আরও বলেন, ওই পিচ কিউরেটর চিরকালই দুর্ব্যবহার করে এসেছেন। সফরকারী কোচ ও অধিনায়কদের সঙ্গে সব সময় ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করেন। অন্যদিকে, অশ্বিনের বক্তব্য, গতকালের ঘটনার ভিডিও দেখার পর আমার প্রতিক্রিয়া ছিল, বস, এটা তুমি কী করলে! ভারতীয় ক্রিকেটারদের তাতিয়ে দিলে! এভাবে ভারতকে দমানো যায় না।

হার বাংলার

প্রতিবেদন : অনূর্ধ্ব ১৬ জাতীয় জুনিয়র ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ ডাঃ বি সি রায় ট্রফিতে রানার্স হল বাংলা। বুধবার ফাইনালে মণিপুরের কাছে ০-৩ গোলে হার বঙ্গ ব্রিগেডের। ফাইনাল হারের পর মণিপুরের তিন ফুটবলারের বিরুদ্ধে বয়স ভাঁড়ানোর অভিযোগ এনে এআইএফএফ-কে চিঠি দিল আইএফএ। অভিযুক্ত মণিপুরের তিন ফুটবলার হলেন অ্যালেক্স ওইনাম, বেল্টন সিং এবং তোনজাম স্ট্যালোন মেইতেই। ফুটবলারদের জার্সি নম্বর দিয়ে ফেডারেশনে অভিযোগ জানিয়েছে আইএফএ।

সিএবিতে অবজার্ভারদের নিয়ে সেমিনারে সৌরভ ও স্নেহাশিস। বুধবার।

অভিষেকদের টিপস দিয়ে গেলেন স্নেহাশিস

প্রতিবেদন : বাংলার সিনিয়র দলের প্র্যাকটিসে এসে ক্রিকেটারদের উৎসাহ দিলেন সিএবি প্রেসিডেন্ট স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায়। তাদের মোটিভেশন বাড়াতে নিজের খেলোয়াড় জীবনের কথা তুলে ধরেন তিনি।

স্নেহাশিসের কথায়, দল হিসাবে আমরা গত কয়েক বছর খুব ভাল খেলেছি। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে যেমন ফল চেয়েছিলাম সেটা পাইনি। আমাদের দলে অনেক প্রতিভা আছে। আমি নিশ্চিত এই মরশুমে আমরা জয়ী হয়ে ফিরব। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লার প্রশংসা করে সিএবি সিএবি সভাপতি বলেন, লক্ষ্মী প্রচুর পরিশ্রম করছে। আমি ওকে শুভেচ্ছা জানাই। বাংলার প্র্যাকটিসে স্নেহাশিস আলাদা করে কথা বলেন অভিষেক পোড়েলের সঙ্গে। কিছু টেকনিক্যাল দিক নিয়ে কথা হয়েছে। লক্ষ্মী ছাড়া ছিলেন বাকি কোচেরাও।

এদিন সিএবি অবজার্ভারদের নিয়ে সেমিনার হল ইডেনে। সিএবি সভাপতি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন কর্তাদের আরও কয়েকজন। সৌরভ ও স্নেহাশিস ম্যাচ অবজার্ভারদের নানান পরামর্শ দিয়েছেন।

ইংলিশ চ্যানেল জয় বাংলার আফরিনের

ইংলিশ চ্যানেল পার করার পর আফরিন।

প্রতিবেদন : বাংলা তথা ভারতের মুখ উজ্জ্বল করলেন মেদিনীপুরের মেয়ে আফরিন জাবি। ২১ বছর বয়সী আফরিন ইংলিশ চ্যানেল জয় করেছেন। ১৯৮৯ সালে বুলা চৌধুরী যে ইতিহাস গড়েছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করলেন আফরিন। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার সকাল ৭টা ৪৫ মিনিটে ইংল্যান্ডের ডোভার থেকে সাঁতার শুরু করেন আফরিন। এরপর ১৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট সাঁতার কেটে প্রায় ৩৪ কিলোমিটার দূরত্ব পার করে রাত ৯.৩১ মিনিটে উত্তর ফ্রান্সের ক্যাপ-গ্রিস-নেজে পৌঁছন বাংলার মেয়ে। আটলান্টিকের জলের তাপমাত্রা ছিল ১১ ডিগ্রি।

মেদিনীপুর সুইমিং ক্লাবের ছাত্রী আফরিন মেদিনীপুর কলেজে সমাজবিজ্ঞানের পড়ুয়া। দীর্ঘদিন ধরেই ইংলিশ চ্যানেল জয় করা ছিল তাঁর স্বপ্ন। তার জন্য নিরন্তর কঠোর অনুশীলন চালিয়ে গিয়েছেন। অবশেষে স্বপ্নপূরণ। গত ৯ জুলাই ইউরোপ গিয়েছিলেন আফরিন। সাঁতারের আগে যাবতীয় মেডিক্যাল টেস্টে উত্তীর্ণ হওয়ার পর শুরু করেন ইংলিশ চ্যানেল জয়ের অভিযান। চ্যানেল পার করার পর, কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তবে সঙ্গে থাকা চিকিৎসকরা তাঁকে দ্রুত সুস্থ করে তোলেন।

মেয়ের কীর্তিতে গর্বিত আফরিনের বাবা শেখ পিয়ার আলি জানিয়েছেন, ওর লক্ষ্য ছিল চ্যানেল জয়। এর জন্য অনেক পরিশ্রম করেছে। আজ ওর সাফল্যে গর্বে বুক ফুলে উঠছে। রাতেই ওর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওকে বলেছি, গোটা বাংলা, গোটা দেশ তোমার জন্য গর্বিত। ঘরের মেয়ের সাফল্যে উৎসবের আহব মেদিনীপুরেও।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

কোনও টেস্টের আগে ৮-৯ দিন বিশ্রাম। কোনও টেস্টের আগে ২-৩ দিন। চোট পেয়ে সূচিকেই দুষলেন স্টোকস

ইতিহাসের ওভালে সমতার লড়াই

ধোঁয়াশায় বুমরা ● অভিষেকের মুখে অর্শদীপ ● বৃষ্টির পূর্বাভাস

লন্ডন, ৩০ জুলাই : ওভাল শুনলে সবার আগে মাথায় আসে ভগবৎ চন্দ্রশেখরের নাম। তারপর সুনীল গাভাসকর। কেন চন্দ্রশেখর? ’৭১-এর ঐতিহাসিক জয়ে চন্দ্রশেখর একাই শেষ করেছিলেন ইংল্যান্ডকে। তাঁর ৩৮ রানে ৬ উইকেটের জন্য ইংল্যান্ড ১০১ রানে ইনিংস শেষ করে ম্যাচ হেরেছিল ৪ উইকেটে। সেই প্রথম ইংল্যান্ড থেকে সিরিজ জিতে ফিরেছিল ভারত। অধিনায়ক ছিলেন অজিত ওয়াদেকর।

১৯৭৯-তে সেই ওভালে গাভাসকরের ম্যারাথন ২২১ রানেও ভারত জিততে পারেনি। কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের রূপকথার ইতিহাসে অবশ্যই জায়গা পেয়েছে সানির এই ইনিংস। চতুর্থ দফায় ৪৩৮ রান তাড়া করছিল ভারত। কিন্তু বথামের বলে গাওয়ারের হাতে গাভাসকর ধরা পড়তেই জয়ের দৌড় থমকে যায়। জয়ের থেকে মাত্র ৯ রান দূরে আটকে গিয়েছিল সাগরপারে রোমহর্ষক জয়ের স্বপ্ন।

চন্দ্রশেখর বহুদিন মার্কিন নিবাসী। তবে শুভমন গিলরা চাইলে গাভাসকরের কাছে ওভালের ইতিহাস শুনতে পারেন। সানি এই সিরিজে কমেন্ট্রি করছেন। সেই ওভাল এখন কেনিংটন ওভাল বা দ্য ওভাল। আর এখানেই সিরিজের সবথেকে কঠিন ম্যাচে খেলতে নামছে ভারত। এখনও ১-২ পিছিয়ে শুভমনরা। জিতলে সিরিজ ২-২ করে দেশে ফিরবেন। না হলে আর একটা হেরো সিরিজ লেখা হবে গম্ভীরের পাশে।

বাঁদিকে অর্শদীপ। ডানদিকে পিচ কিউরেটর ফোর্টিসের সঙ্গে ভারতীয় দল। গম্ভীর অবশ্য মুখ ফিরিয়েই। ওভালে বুধবার।

গম্ভীর ওভাল টেস্টের আগে ঝামেলায় জড়িয়েছেন। আর সেটা স্থানীয় কিউরেটরের সঙ্গে। পিচের কতটা কাছে যাওয়া যাবে এই নিয়ে গন্ডগোল। ভারতীয় কোচ আড়াই মিটারের গণ্ডি মানতে চাননি। এমনিতে খুব সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু এতে শেষ টেস্টের আগে কোচ ও টিম ম্যানেজমেন্ট কতটা চাপে আছে সেটা এতে বোঝা যাচ্ছে। বিশেষ করে গম্ভীর। বাংলাদেশ ছাড়া যাঁর পকেটে টেস্ট সিরিজ জয়ের পরিসংখ্যান নেই।

ওভালে যখন জিততেই হবে এমন পরিস্থিতি, তখন আবার বুমরার সার্ভিস পাওয়া যাচ্ছে না। আগে থেকে এটা ঠিক ছিল যে তিনটি টেস্ট খেলবেন তিনি। তাঁর কোটার ম্যাচ ম্যাঞ্চেস্টারে শেষ হয়ে গিয়েছে। তাহলে কি দাঁড়াবে ভারতীয় বোলিং লাইন-আপ? বুমরার জায়গায় আকাশ দীপ। অংশুল কম্বোজের জায়গায় অভিষেক হচ্ছে অর্শদীপ সিংয়ের। বসতে হচ্ছে শার্দূল ঠাকুরকেও। তাঁর জায়গায় কুলদীপ যাদব আসবেন বলে মনে হচ্ছিল। কিন্তু শুভমন সেরকম কোনও ইঙ্গিত দেননি।

ব্যাটিংয়ে ঋষভ পন্থের জায়গা খালি। কে খেলবেন এটা বলার জন্য কোনও পুরস্কার নেই। ধ্রুব জুরেলের নাম আগেই ঠিক হয়ে গিয়েছিল। গম্ভীর তাঁকে বলেছিলেন সুযোগ আসবে। তৈরি থেকো। জুরেল ঋষভের অনুপস্থিতিতে কিপিং করেছেন। কোচের প্রশংসাও পেয়েছেন। জুরেল অবশ্য আগে টেস্ট খেলেছেন। তাঁর ব্যাটিং প্রশংসা পেয়েছিল তখন।

ইংল্যান্ডের জন্য বড় ধাক্কা অধিনায়ক বেন স্টোকসের না খেলতে পারা। তাঁর কাঁধে সমস্যা রয়েছে। স্টোকসের বদলে ওভালে নেতৃত্ব দেবেন অলি পোপ। দলে এসেছেন জেকব বেথেল, গাস অ্যাটকিনসন, জেমি ওভার্টন ও জস টাঙ্গ। ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট ব্রাইডন কার্স ও ক্রিস ওকসকে বিশ্রাম দিচ্ছে। এছাড়া দল থেকে বাদ পড়েছেন বাঁ হাতি স্পিনার লিয়াম ডসন।

ডসনের দলে না থাকার অর্থ ইংল্যান্ড দলে কোনও স্বীকৃত স্পিনার নেই। ফলে ধরেই নেওয়া যায়, এখানে স্পিনারদের কিছু করার নেই। শুভমনের কথায় এটা আরও স্পষ্ট হল। তিনি বলেছেন, ইংল্যান্ড দলে কোনও ফ্রন্টলাইন স্পিনার নেই। আমাদের তাও জাদেজা আর ওয়াশি আছে। ওভালের পিচে হাল্কা ঘাস আছে। এই ঘাস ম্যাঞ্চেস্টারও ছিল। কিন্তু শেষমেশ পাটা পিচ ছিল ওটা। ওভালে কী হয় সেটাই দেখার।

চোটে ছিটকে গেলেন স্টোকস, নেই জোফ্রাও

নেতৃত্ব দেবেন পোপ

লন্ডন, ৩০ জুলাই : গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে ইংল্যান্ড শিবিরে বড় ধাক্কা। ডান কাঁধের মাংসপেশির চোটে ওভাল টেস্ট থেকে ছিটকে গেলেন বেন স্টোকস। ইংল্যান্ডকে নেতৃত্ব দেবেন অলি পোপ। স্টোকসের বদলে দলে ঢুকলেন অলরাউন্ডার জেকব বেথেল। তিনি ছ’নম্বরে ব্যাট করবেন। এছাড়া জোফ্রা আর্চার, ব্রাইডন কার্স ও লিয়াম ডসনের বদলে ওভালে খেলবেন জেমি ওভারটন, গাস অ্যাটকিনসন এবং জস টাং।

সিরিজে ফর্মে ছিলেন স্টোকস। ১৭ উইকেট নিয়ে তিনি সিরিজের সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি। ব্যাট হাতে একটি সেঞ্চুরি-সহ মোট ৩০৪ রান করেছিলেন। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে স্টোকস বলেন, আমি প্রচণ্ড হতাশ। চেষ্টা করেছিলাম, অন্তত ব্যাটার হিসাবে খেলার। কিন্তু মেডিক্যাল টিমের সঙ্গে আলোচনার পর জানতে পারি, সেটা বড় ঝুঁকি হয়ে যাবে। স্টোকস আরও বলেছেন, আমার অনুপস্থিতি দলের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করি না। দলের ১১ জনই ম্যাচ উইনার। এই সিরিজে দুটো টেস্টের মধ্যে ৮-৯ দিনের ব্যবধান ছিল। আবার দুটো টেস্টের মধ্যে মাত্র ২-৩ দিনের। প্রত্যেক টেস্ট ম্যাচের মধ্যে ৪ থেকে ৫ দিনে ব্যবধান হলে ভাল হয়। মাঠের বাইরে থেকে সতীর্থদের সাহায্য করে যাব। আমাদের দলে যথেষ্ট গভীরতা রয়েছে। আমাকে ছাড়াই দল ওভাল টেস্ট ও সিরিজ জেতার ক্ষমতা রাখে। ম্যাঞ্চেস্টারের হ্যান্ডশেক বিতর্ককে অতীত বলে উড়িয়ে দিয়ে স্টোকস বলেন, জাদেজা ও ওয়াশিংটন খুব ভাল ব্যাট করছিল। তাই ওদের সেঞ্চুরি করতে চাওয়া স্বাভাবিক। ওই কুড়ি মিনিট আমরা ভুলে গিয়েছি। আশা করি, ভারতীয়রাও ভুলে গিয়েছে। দুর্দান্ত একটা সিরিজ চলছে। আমাদের ফোকাস সেদিকে। পিচ কিউরেটর ও গৌতম গম্ভীরের বচসা নিয়ে স্টোকসের ছোট্ট মন্তব্য, আমি ওখানে ছিলাম না।

শুভমনের ভাবনায় কুলদীপ নেই এবারও

লন্ডন, ৩০ জুলাই : মঙ্গলবার ওভাল উত্তপ্ত হয়েছিল গৌতম গম্ভীর ও পিচ কিউরেটর লি ফোর্টিসের ঝামেলায়। বুধবার সাংবাদিক বৈঠকে এসে কোচের পাশেই দাঁড়ালেন শুভমন গিল।

ভারত অধিনায়কের বক্তব্য, ম্যাচের আগে উইকেট কেমন, সেটা দেখার পূর্ণ অধিকার কোচের রয়েছে। জানি না, কেন পিচ কিউরেটর কাল আপত্তি জানিয়েছিলেন। কারণ কোচ-সহ প্রত্যেকেই রাবার স্টাডের জুতো পরেছিলেন। তাতে পিচের কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়। তবুও আপত্তি কেন, সেটাই তো বুঝতে পারছি না।

ওভালের বাইশ গজে যথেষ্ট পরিমাণে ঘাস রয়েছে। ভারত আবার সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে। এই পরিস্থিতিতে জসপ্রীত বুমরাকে কি ওভালে খেলানো হবে? শুভমন অবশ্য ধোঁয়াশা জিইয়ে রাখলেন। তিনি বলেন, পিচ বেশ সবুজ। বুমরার ব্যাপারে ম্যাচের দিন সকালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। দেখা যাক কী হয়। তাঁর সংযোজন, অর্শদীপকে মানসিকভাবে তৈরি থাকার জন্য বলা হয়েছে। আমাদের প্রথম এগারো নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত এখনও হয়নি। আজ বিকেলে প্র্যাকটিসের সময় আরও একবার পিচ দেখা হবে। তার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

বুধবার ওভালে কুলদীপের সঙ্গে হাল্কা মেজাজে শুভমন।

তবে ওভালে যে কুলদীপ যাদবের খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই, তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে শুভমনের কথায়। তিনি বলেছেন, ইংল্যান্ড নিজেদের প্রথম এগারোতে কোনও বিশেষজ্ঞ স্পিনার রাখেনি। আমাদের দলে রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর রয়েছে। ওরা দু’জনে স্পিন আক্রমণ সামলে নিতে পারবে।

শুভমন আরও বলেছেন, সিরিজ ২-২ শেষ করতে পারলে, সেটা হবে দলের জন্য দুর্দান্ত কৃতিত্ব। এই সিরিজ থেকে অনেক কিছু শিখছি। অভিজ্ঞতা আরও পরিণত হতে সাহায্য করে। এই সিরিজের প্রতিটি টেস্টে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। প্রথম চার দিনে দুটো দলের মধ্যে কে জিতবে, সেটা বোঝাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আশা করি, ওভালে জিতেই সিরিজটা শেষ করতে পারব।

> তবে ওভালে যে কুলদীপ যাদবের খেলার সম্ভাবনা কার্যত নেই, তার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে শুভমনের কথায়। তিনি বলেছেন, ইংল্যান্ড নিজেদের প্রথম এগারোতে কোনও বিশেষজ্ঞ স্পিনার রাখেনি। আমাদের দলে রবীন্দ্র জাদেজা ও ওয়াশিংটন সুন্দর রয়েছে। ওরা দু’জনে স্পিন আক্রমণ সামলে নিতে পারবে।